নেদারল্যান্ডসে পথচারীদের কুরআনের ডাচ অনুবাদ উপহার

সারে-জমিন

পুলিশ রুখল বাঁশবাগানে চাকরির ইন্টারভিউ

রূপসী বাংলা

পাকিস্তান নিয়ে কেন এত অনিশ্চয়তা

সম্পাদকীয়

পোকা ধরা চাল, রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
৩ ফাল্গুন ১৪৩০
৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

রোহিতের অধিনায়কত্বে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে ভারত

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 45 ■ Daily APONZONE ■ 16 February 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আজ কড়া নিরাপত্তায় রাজ্যজুড়ে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক

আপনজন ডেস্ক: কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। যেহেতু সদ্য সমাপ্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, তাই সতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার পরীক্ষার্থী এবার উচ্চমাধ্যমিকে বসছে। গতবারের থেকে এবারের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন কম, তেমনি ছাত্রদের তুলনায় ছাত্র সংখ্যাও কম। মোট ২৩৪১টি পরীক্ষা কেন্দ্রে নেওয়া হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। মোট ১৭৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যে পরীক্ষা কেন্দ্র গুলিতে থাকবে মেটাল ডিটেক্টর। অর্থাৎ এই মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করা হবে পরীক্ষার্থীদের। একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্রে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর ও ব্যবহার করা হবে। মূলত এই স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির বাইরেও একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংলগ্ন এলাকায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে সংসদ। প্রশ্নপত্রে কিউআর কোড থাকায় ছবি তুলে সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল হলে পরীক্ষার্থী চিহ্নিত হয়ে যাবে। তখন তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

কোন দাতা কত টাকা দিয়েছে এসবিআইকে জানাতে হবে প্রকাশ্যে

নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচনের ঠিক আগে বড় ধাক্কা খেল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ইলেক্টোরাল বন্ড বা নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা অসাংবিধানিক বলে রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতভাবে এ রায় দিয়ে জানায়, বেনামি নির্বাচনী বন্ডের ফলে নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকার হরণ হচ্ছে। ফলে সংবিধানের ১৯ (১) (ক) ধারা ভঙ্গ হচ্ছে।

তাই অবিলম্বে এ প্রকল্প প্রত্যাহার করতে হবে। নরেন্দ্র মোদি সরকার ২০১৮ সালে এ ব্যবস্থা চালু করেছিল। সরকারের দাবি ছিল, ফলে নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ হবে। নির্বাচনী তহবিলে স্বচ্ছতা আসবে। মামলার বিরোধিতা করে সরকার সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছিল, রাজনৈতিক দল কে, কার কাছ থেকে কত টাকা পাচ্ছে, তা জানার অধিকার ভোটারদের থাকতে পারে না।

মামলাকারীদের বক্তব্য, ফলে অস্বচ্ছতা থেকেই যাচ্ছে। পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যবস্থা চালু নেই। কোন করপোরেট সংস্থা কোন দলকে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে কী সুবিধা আদায় করছে, তা জানার উপায় থাকছে না।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে অবিলম্বে এ ব্যবস্থায় অর্থ সংগ্রহ বন্ধ করে দিতে হবে।

এত দিন ধরে ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বন্ড মারফত কার কাছ থেকে কত টাকা সংগ্রহ করেছে, কোন দল কার কাছ থেকে কত অর্থ পেয়েছে, সব জানাতে হবে। এসবিআইয়ের শেয়ার করা তথ্য তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। এযাবত বন্ড মারফত রাজনৈতিক দলগুলো যত অর্থ সংগ্রহ করেছে, দেখা গেছে, তার সিংহভাগ (প্রায় ৯০ শতাংশ) পেয়েছে শাসক দল বিজেপি। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসের (এডিআর) সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে জাতীয় দলগুলো বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও করপোরেট সংস্থা থেকে ৮৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থিক অনুদান পেয়েছে। এর শীর্ষে রয়েছে বিজেপি। এই অর্থের মধ্যে শুধু তাদের প্রাপ্তি ৭১৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা। কংগ্রেস পেয়েছে ৮০ কোটি টাকার মতো।

রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, কর্পোরেট সংস্থা দুটি কারণে রাজনৈতিক দলকে অর্থ দেয়। একটি কারণ সমর্থনের জন্য। আবার ওই সাহায্যের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়াও হতে পারে। বিচারপতিরা বলেন, কালো টাকা বন্ধের দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। দাতাদের চরিত্র রক্ষার দাবিও সমর্থনযোগ্য নয়। রায়ে বলা হয়েছে, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়াকে দাতা ও গ্রহীতাদের সব তথ্য অর্থাৎ তথ্য নগদায়নের তারিখ এবং বন্ডের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সেসব তথ্য ৩১ মার্চের মধ্যে তাদের ওয়েবসাইটে তুলে দিতে হবে, যাতে সবাই সব জানতে পারে।

এ ব্যবস্থা অনুযায়ী, রাজনৈতিক দলকে ব্যক্তি বা সংস্থা সরাসরি টাকা দিতে পারবে না। সাহায্য করতে গেলে বন্ড মারফত করতে হবে। বন্ডের মূল্য ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লাখ, ১০ লাখ ও ১ কোটি টাকা। রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে সেই বন্ড ভাঙিয়ে টাকা নিতে পারবে। কিন্তু কে কাকে কত টাকা দিচ্ছে, তা সাধারণ মানুষ জানতে পারবে না। সব তথ্য জমা থাকবে স্টেট ব্যাংকের কাছে।

বিরোধীদের বক্তব্য, ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক যেহেতু কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন, তাই সরকার সব তথ্য জানার অধিকারী। সে ক্ষেত্রে সরকার ইচ্ছামতো দাতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় ছাড়াও ওই বেঞ্চের ছিলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বি আর গাভাই, জে বি পর্দিওয়ালা ও মনোজ মিশ্র। পাঁচ বিচারপতির সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, গত বছরের অক্টোবরে বেঞ্চে কংগ্রেস নেতা জয়া ঠাকুর, সিপিআইএম এবং নির্বাচনী তথ্য বিশ্লেষক সংস্থা অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) সহ চারটি আবেদনের শুনানি শুরু হয়।

এই মামলায় প্রজ্ঞা ঠাকুরের আইনজীবী বরুণ ঠাকুর এই রায়কে সরকারের পক্ষে একটি ধাক্কা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, কারণ ২০১৮ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে যা কিছু লেনদেন হয়েছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। এডিআরের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেছেন, কারা বন্ড কিনেছেন, কারা বন্ড নগদায়ন করেছেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য দিতে এসবিআইকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে, যা তাদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করতে হবে যাতে মানুষ জানতে পারে যে কারা বন্ড কিনেছেন।

সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করতে চেয়ে মমতাকে চিঠি মিমি চক্রবর্তীর

আপনজন ডেস্ক: জনপ্রিয় বাঙালি অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী বৃহস্পতিবার দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে সাংসদ পদ ছাড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যদিও অভিনেত্রী-সাংসদের এই সিদ্ধান্তকে দলনেত্রী গ্রহণ করেননি বলে জানা গিয়েছে। যাদবপুরের প্রথমবার সাংসদ চক্রবর্তী এদিন বিকেলে রাজ্য বিধানসভায় যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি বলেন, আজ আমি আমাদের দলের সুপ্রিমোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি ১৩ ফেব্রুয়ারি তার কাছে আমার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলাম। আমি এত বছরে বুঝেছি যে রাজনীতি আমার চায়ের কাপ নয়। নিয়ম মেনে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে মিমি চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূলের কাছ থেকে সম্মতি পেলেই তা স্পিকারের কাছে জমা দেব। উল্লেখ্য, সোমবার মিমি চক্রবর্তী ভাঙড়ের ২ নম্বর ব্লকের নলমুড়ি ব্লক হাসপাতাল ও জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন পদ থেকেও ইস্তফা দিয়েছিলেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই জল্পনা তৈরি হয়। এরপর মঙ্গলবার সংসদের দু'টি স্ট্যান্ডিং কমিটি থেকেও ইস্তফা দেওয়ার খবর সামনে আসে। এ নিয়ে তৈরি হয় নানা জল্পনা।

আরএসএসের ঘাঁটি সন্দেশখালি: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বিজেপির বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগ করেছেন। যদিও তার দাবি এই অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, এই সন্দেশখালি আরেএসের শক্ত ঘাঁটি বলে উল্লেখ করলেন তিনি। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্দেশখালিতে কীভাবে বিজেপি কর্মীদের আনা হয়েছে এবং পরিকল্পিতভাবে হিংসায় উস্কানি দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে এসেছে। প্রাথমিক টার্গেট ছিল শাহজাহান শেখ এবং ইডি তাকে টার্গেট করে এলাকায় ঢুকে পড়ে। তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, এরপরই ওরা সবাইকে সেখান থেকে বের করে দেয় এবং আদিবাসী বনাম সংখ্যালঘু লড়াইয়ের জমিন তৈরি করে।

তিনি বলেন, এই অঞ্চলটি একটি "ঝুঁকিপূর্ণ দাঙ্গা অঞ্চল" এবং বিজেপি সংখ্যালঘুদের আদিবাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। এটা নতুন কিছু নয়। সেখানে আরএসএসের ঘাঁটি রয়েছে। ৭-৮ বছর আগে সেখানে দাঙ্গা হয়েছিল। এটি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দাঙ্গা স্পটগুলির মধ্যে একটি হল সন্দেশখালি। বহিরাগতরাই সন্দেশখালিতে এত গোলমাল পাকাচ্ছে।

বিধানসভায় মমতা বলেন, সন্দেশখালিতে ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কোনও অন্যায়ের সাথে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

ক্ষমতাসীন তৃণমূল নেতাদের দ্বারা স্থানীয়দের উপর অত্যাচারের অভিযোগে বিক্ষোভ চলার উল্লেখ করে মমতা বলেন, তিনি কখনই কারও প্রতি কোনও অন্যায় হতে দেননি এবং কখনও দেবেন না।

তিনি বলেন, আমরা সন্দেশখালির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। কোনো অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমি সেখানে রাজ্য মহিলা কমিশন পাঠিয়ে সন্দেশখালির জন্য একটি পুলিশ দল গঠন করেছি।

মমতা বলেন, এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য একটি "অশুভ পরিকল্পনা চলছে" এবং রাজ্য সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। তৃণমূল নেতা শাজাহান শেখ ও তার অনুগামীদের গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার টানা সপ্তম দিনের মতো সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মহিলা রাস্তায় নেমেছিলেন। অন্যদিকে, সন্দেশখালি নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে শোনা যাচ্ছে সন্দেশখালিতে অশান্তি পাকাতে এক অজ্ঞাতপরিচয়ের ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। যদিও সেই অডিও ক্লিপ যাচাই করেনি আপনজন।

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের রিপোর্ট

উত্তরাখণ্ডে মসজিদে বুলডোজার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষেরই পরিণতি

আপনজন ডেস্ক: বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানির সহিংসতার বিষয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের একটি রিপোর্ট দিল্লিতে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার কক্ষে উপস্থাপন করা হল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ৮ফেব্রুয়ারি হালদোয়ানির বনভোলপুরায় যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল তা আকস্মিক নয় বরং সাম্প্রতিক সময়ে উত্তরাখণ্ডে সাম্প্রদায়িক অনুভূতির ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলস্বরূপ। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, আটকের সংখ্যা অনেক বেশি, আর গ্রেপ্তারকৃতদের সংখ্যা প্রায় ২৮ বলে জানা গেছে। এছাড়া তিন শতাধিক বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি চালায় এবং ওই বাড়ির নারী ও শিশুকে আটক করে। লাঞ্ছিত করা হয় এবং বাড়িতে রাখা বাসনপত্র, ফ্রিজ, টিভি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ভেঙে দেওয়া হয়। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্য হর্ষ মন্দির বলেন, হলদওয়ানির একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসায় বুলডোজার চালানো হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, এই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে অথচ সরকার বলছে এটি অবৈধ দখল। হর্ষ মান্দার বলেন, বিষয়টি আদালতে গেলেও কর্তৃপক্ষ বাড়িঘর ও মসজিদ-মাদ্রাসা ভাঙার জন্য ভারী পুলিশ বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছায়, এতে স্থানীয় লোকজন আপত্তি জানায়, কিন্তু তারা রাজি না হলে স্থানীয় মহিলারা সামনে দাঁড়ান। এরপর পুলিশ নারীদের মারধর করে বাড়িঘর, মসজিদ-মাদ্রাসা ভাংচুর করে, এরপর স্থানীয় লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উভয় পক্ষ থেকে পাথর ছুড়তে থাকে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, যখন সংশ্লিষ্ট আদেশে বিতর্কিত সম্পত্তি সিলগালা করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ধার্য হয়। তারপরও বুলডোজ করা হল কি সরকারের চাপে। ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং টিমের অন্যসদস্য নওশরণ কাউর বলেন, আমরা ভুক্তভোগীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, কারফিউর পর পুলিশ প্রায় ৩০০ বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং নারী ও শিশুদের ওপর হামলা চালায়।

আল-আমীনের উজ্জ্বল সাফল্যের ধারা অব্যাহত জেইই (মেইন)'২৪-এও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত সোমবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ পরিচালিত জেইই মেন সেশন ১-এর ফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরীক্ষায় আল-আমীন মিশনের বহু ছাত্রছাত্রী ৯৯ শতাংশেরও বেশি পার্সেন্টাইল নম্বর পেয়েছে। আর সার্বিক ফলাফলে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। আর এই সাফল্যের ধারকদের অধিকাংশই উঠে এসেছে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে।

উল্লেখ্য, জেইই মেন পেপার ১-এর পরীক্ষা ২৭, ২৯, ৩০, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি এবং পেপার ২-এর পরীক্ষা ২৪ জানুয়ারি দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এনআইটি)-তে ভর্তির এই পরীক্ষায় প্রায় ১২ লক্ষ পরীক্ষার্থী বসেছিল।

সর্ব ভারতীয় এই পরীক্ষায় আল-আমীনের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে হুগলি জেলার আরামবাগ থানার চাঁদুর গ্রামের মহ. সাহিদ। সাহিদ মিশনের নয়াবাজ শাখা থেকে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরিক্ষায় বসছে। সাহিদের আব্বা মহ. খাইরুল আনাম প্রাণী চিকিৎসক এবং মা সালেমা খাতুন গৃহবধূ। সাহিদের প্রাপ্ত পারসেন্টাইল নম্বর ৯৯.৮৯০৮৫৩৩। মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার তৌফিক মামুদ মিশনের উমরপুর শাখায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২০২২ সালে মধ্যমিকে ৯৬.৪% নম্বর পেয়ে পাস করে বর্তমানে খলতপুর শাখার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মাধ্যমিক পাস আব্বা মহ. আবদুস সাত্তার শ্রমজীবী মানুষ। তবুও তৌফিকের মা সুলতানারা খাতুন দক্ষতার সঙ্গে সংসার পরিচালনা করে চলেছেন। তৌফিকের এক দাদা তারিক মাহমুদ ও এক দিদি এসমিতা খাতুন মিশন থেকেই পড়াশোনা করেছে। দাদা বর্তমানে এমবিবিএস-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। দিদি নার্সিং পড়ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরুর প্রাক মুহূর্তে এই রেজাল্ট তৌফিককে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেছে। তৌফিকের পারসেন্টাইল নম্বর ৯৯.৫৬৫১৬৫।

সফলদের তালিকায় একমাত্র ছাত্রী আঞ্জুমা দিলরুবা নদিয়া জেলার তেহট্ট থানার হাঁসপুকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। দিলরুবা পঞ্চম শ্রেণি থেকে মিশনের বাবনান শাখায় লেখাপড়া করেছে। ওই শাখা থেকেই ২০২১ সালে ৯৮.১৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। পরে একাদশ শ্রেণিতে আল-আমীনের মূল ক্যাম্পাস খলতপুরে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়। ২০২৩ সালে ৯৭.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। উল্লেখ্য, রাজ্যস্তরে উচ্চ মাধ্যমিকে আঞ্জুমা দশম হয়ে নিজ পরিবারের সঙ্গে মিশনের নামও উজ্জ্বল করে। সেসময় এক সাক্ষাৎকারে আঞ্জুমা জানায়, ভবিষ্যতে আইআইটি-তে পড়ে ফিজিক্স নিয়ে গবেষণায় আগ্রহী সে। সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে প্রথম ধাপ ৯৬.৯৫০৩৮১৮ পারসেন্টাইল নম্বর অর্জন করল আঞ্জুমা। ফল প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়ায় সে জানায়, এপ্রিলে আবার জেইই (মেইন) এবং মে মাসে জেইই (অ্যাডভান্স)-এ সে বসবে। সেজন্য জোর কদমে প্রস্তুতিও নিচ্ছে সে।

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা কোরাডিহ গ্রামের দর্জি মহ. ওয়াসিম রাজার সন্তান খলতপুর শাখার দানিশ সুগন্ধ ৯৯.২৯৮১৪৪৮ পারসেন্টাইল নম্বর পেয়ে সফল হয়েছে। মহ. মুস্তাফিজুর রহমান ২০২০ সালে খলতপুর ক্যাম্পাসে ভর্তি হয়। ওই শাখা থেকেই মাধ্যমিকে ৯৫.১ শতাংশ নম্বর পায়। ২০২৪-এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সে ৯৯.১৫৪৪৩৬ পারসেন্টাইল নম্বর পেয়ে সফল হয়েছে। বড় পরিবারের সন্তান শেখ মহসিন। মহসিন ছাড়াও তার এক দাদা ও বর্তমানে বিবাহিত এক দিদি মিলে মোট ৫ জনের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে কৃষির উপর নির্ভরশীল এই পরিবারকে। কিন্তু তাতেও সন্তানদের লেখাপড়াকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন মহসিনের আব্বা-মা। মহসিন মাধ্যমিকে ৯৩.৭ শতাংশ নম্বর পায়। সে খলতপুর শাখা থেকে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। তার প্রাপ্ত পারসেন্টাইল নম্বর ৯৬.২০১৬৬১০। এছাড়াও এই শাখার মুর্শিদাবাদ জেলার সাহেবনগর গ্রামের মিশকাত আলম (পারসেন্টাইল নম্বর ৯৬.১২২৬৪৩৯), পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার দোকানী আবদুল মুখতার খানের সন্তান ফিরদৌস আলম খান (পারসেন্টাইল নম্বর ৯৪.৫২১৪৪৯৭), মুর্শিদাবাদের লালগোলা ব্লকের কাহার পাড়ার কৃষক পরিবারের মহ. মেহেবুব আলম (পারসেন্টাইল নম্বর ৯৪.৬২২২০৪১) প্রমুখের সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

উত্তর দিনাজপুর জেলার করনদিঘি থানার কাদিরগঞ্জ গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান মহ. মাসুদ আলম মাধ্যমিকে ৯১% নম্বর পেয়ে পাস করে। মিশনের খলিশানী ক্যাম্পাস থেকে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। সে ৯০.৬৯৭৮৬৮৫ পারসেন্টাইল নম্বর পেয়ে সফল হয়েছে। সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং তার পছন্দের বিষয়। এই শাখারই রামিম হাসান কাজিও সফল হয়েছে। তার প্রাপ্ত পারসেন্টাইল নম্বর ৮৬.৯৯৩২৫৭৬। রামিম কাজির বাড়ি হাওড়া জেলার বাগনান থানায়। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় মিশনের বাবনান শাখা থেকে ৯২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে। এবছর খলিশানী শাখা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পাস আব্বা মনজুর আহমেদ কাজি পেশায় বিএসএফ এবং গৃহবধূ মা রোজিনা খাতুন গ্রাজুয়েট। উলুবেড়িয়া শাখা থেকে ফারহান তানভির আলি দারুণ সাফল্য পেয়েছে। তার পারসেন্টাইল নম্বর ৯৪.৮৭৭২৫৬৬। বীরভূম জেলার সিউড়ির ফারহানের আব্বা-মা দুজনই শিক্ষক। মহ. আশরাফ আলি এবং শুকতারা বেগম উভয়েই স্নাতকোত্তর। ফারহান ২০২০ সালে মাধ্যমিকে ৯৬.৩% ও ২০২২ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ৯৪% নম্বর পায়। গল্পের বই পড়ার ও ক্রিকেট খেলার ভক্ত মহ. আরমান আনসারি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। স্নাতকোত্তর মহ. আলাউদ্দিন আনসারি শিক্ষকতা করেন। মা সাইয়েদা ইয়াসমিন সুলতানা গৃহবধূ। মেধাবী আরমানকে তাঁরা আল-আমীনের উলুবেড়িয়া শাখায় ভর্তি করেন। আরমান পারসেন্টাইল নম্বর ৯৭.৫২০৪৫৪৬ পেয়ে তার আব্বা-মার স্বপ্ন সফল করেছে।

আরও যারা ভালো ফল করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সূর্যপুর শাখার সাহিল আহমেদ (৮৯.৮৫৮৭৮২৪ পারসেন্টাইল)।

ছাত্র-ছাত্রীদের এই সাফল্যে মুবারকবাদ জানিয়েছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক এম নুরুল ইসলাম। তিনি বলেন, মেডিকেলে মিশনের সাফল্যের পরিসংখ্যানের পাশে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাফল্য তুলনায় কম হলেও ছেলেমেয়েদের সর্বভারতীয় এই সাফল্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে উৎসাহিত করবে। আল আমীন মিশন স্টাডি সার্কলের ডিরেক্টর দিলদার হোসেনও ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

"মিশনের ছেলেমেয়েদের সর্বভারতীয় এই সাফল্য অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে উৎসাহিত করবে।

এম নুরুল ইসলাম
সম্পাদক, আল আমীন মিশন

প্রথম নজর

অ্যালকেমিস্ট মামলায় মুকুল রায়কে দিল্লিতে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মুকুল রায়কে তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থ লগ্নী সংস্থা অ্যালকেমিস্ট মামলায় কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এই মামলায় প্রায় ১৯০০ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। শুক্রবার ১৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে ইডির দফতরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ইডির তলব নিয়ে মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু রায় বলেন, ''বাবার শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তিনি কিছুই মনে রাখতে পারেন না। তাঁর পক্ষে দিল্লিতে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে ইডি আধিকারিকেরা যদি বাড়ি এসে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান, তা হলে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা হবে।''।

অ্যালকেমিস্ট মামলায় আগেই গ্রেফতার হয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ কেডি সিংহ। ইডি সূত্রে খবর, তাঁরই সংস্থা ছিল 'অ্যালকেমিস্ট ইনফ্রা রিয়ালটি'। সেই সংস্থার বিরুদ্ধে লগ্নিকারীদের কাছ থেকে বেআইনি ভাবে টাকা তোলার অভিযোগে মামলা হয়েছিল। ইডি ২০১৬ সালে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। অভিযোগ ছিল, সেবি-র অনুমতি ছাড়াই ওই সংস্থাটি লগ্নিকারীদের থেকে ১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা তুলেছে।

সাংস্কৃতিক সভা যাদবপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সম্প্রতি সৃষ্টিযাত্রা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সমন্বয় সংস্থার উদ্যোগে যাদবপুরের একটি হলে সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।সংস্থার কর্ণধার রাঘবেন্দ্র নাথ দাসের লেখা ও সুরে অভিনব একটি টাইটেল সঙ অনুষ্ঠানকে বেশ প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। ৬৫ জন গুণীজনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে পার্থ সারথি গায়েন, সুচিত চক্রবর্তী, শেফালী সরকার, বিপুল চক্রবর্তী, কুন্তলা দে ও সুব্রত সিনহা। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টিযাত্রা পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যাটি সেদিন প্রকাশিত হল। বিশিষ্ট অতিথির ভাষণ এবং গুণীজনদের ভাষণ বেশ আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাঁশবাগানে চাকরির ইন্টারভিউ বানচাল করে দিল পুলিশ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে চাকরির ভুয়ো টোপ দিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ধৃতের নাম সাহাবুল শেখ। বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল জলঙ্গির পাকুড়িয়াড়ে। যদিও ঘটনার পরেই চম্পট দিয়েছে তার সহযোগীরা। পুলিস জানিয়েছে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে , সাহাবুল এর আগেও চাকরির নামে টাকা তুলেছিল। বৃহস্পতিবার সাহাবুল চাকরির নামে টাকা তোলার জন্য ভুয়ো ইন্টারভিউয়ের আয়োজন করেছিলেন। এদিন প্যান্ডেল করে বাইরে থেকে কয়েকজনকে অফিসার সাজিয়ে নিয়ে আসেন সাহাবুল। এরপরে সেখানে আগত চাকরিপ্রার্থীদের ইন্টারভিউয়ের নামে নথিপত্র জমা ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়।এমনকি টাকা নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এদিন আশেপাশের শতাধিক চাকরিপ্রার্থী এদিন সেখানে ভিড় জমিয়েছিলেন। হুট করে গ্রামে চাকরির নামে এত মানুষের আনাগোনা দেখা দেওয়ায় সন্দেহ হলে পুলিসকে জানায় তারা। এরপরেই জলঙ্গি থানার পুলিসের সামনে সদুত্তর দিতে পারায় তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। পাশপাশি সেখান থেকে ভুয়ো পরিচয়পত্র ও একাধিক নথিপত্র সহ ল্যাপটপ ও মোটরসাইকেল বাজেয়াপ্ত করেছে জলঙ্গি থানার পুলিস।

স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, সাহাবুল দীর্ঘদিন ধরে এইধরনের চাকরির নামে প্রতারনার সঙ্গে জড়িয়েছিল। এর আগেও চাকরির নাম করে প্রতারণা করেছিল। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের মোবাইল ভ্যান নজরদারি বারুইপুরে

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: ১১২ নম্বর ডায়াল করে দ্রুত বিশেষ পুলিশের গাড়ি পৌঁছে যাবে এলাকায়। এমনই তিনটি বিশেষ গাড়ির উদ্বোধন করলেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী। প্রসঙ্গত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পুলিশ জেলা হিসেবে বিবেচিত হয় বারুইপুর পুলিশ জেলা। একদিকে যেমন সোনারপুর নরেন্দ্রপুর ও বারুইপুর থানা এলাকা রয়েছে তেমনই রয়েছে ইএম বাইপাসের সংযুক্ত এলাকা।সেই সঙ্গে রয়েছে ক্যানিং ও বাসন্তীর মতো দুর্গম এলাকাও। যাতে রাত বিরোতে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ১১২ নম্বরের ডায়াল করলে দ্রুত পুলিশের এই বিশেষ গাড়ি পৌঁছে যাবে তেমনই বাড়ানো হবে নজরদারিও।সেই সঙ্গে যেকোনো দুর্ঘটনা গ্রস্ত দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটলে সাথে সাথে পৌঁছে যাবে পুলিশের এই গাড়ি। গাড়িগুলির সঙ্গে পুলিশ সুপারের দপ্তরে থাকা কন্ট্রোল রুমে সরাসরি ছবি ও পৌঁছে দেবে বিশেষ ভাবে তৈরী এই গাড়ি। সেই তিনটি বিশেষ মোবাইল পেট্রলিং ভ্যানের আনুষ্ঠানিক ভাবেই তার পথচলা শুরু করলেন বারুইপুর জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী। মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনেই সবুজ পতাকা উড়িয়ে ওই তিনটি বিশেষ মোবাইল পেট্রলিং ভ্যানের আনুষ্ঠানিক শুভযাত্রার সূচনা করেন। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন আপাতত রাত্রের তিনটি ভ্যান চলবে।এরপরে দিনের বেলায় আরও তিনটি মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান চালানোর ব্যবস্থা করা হবে। সাংবাদিক বৈঠক করে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথাগুলি বলেন। তিনি আরো বলেন আপাতত তিনটে গাড়ি চলবে এরপরে আরো বাড়ানো হবে গাড়ির সংখ্যা।

মিড-ডে মিল খতিয়ে দেখতে শিশুদের সঙ্গে খাবার খেলেন বিডিও রিয়াজুল

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়ার উলুবেড়িয়া-১ নং ব্লকের বহিরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আমশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা মিড ডে মিল ঠিকমতো পাচ্ছে কি না পরিদর্শনে গিয়ে তাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে নিজেও সেই মিল খেলেন খোদ বিডিও রিয়াজুল। পড়ুয়া ও বিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ভীষণ খুশি বিডিওর এই কাজে।

মিড-ডে-মিল খেতে বসে নানারকম অভিজ্ঞতার কথা শোনানো আর তাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে খুশি হলেন বিডিও-ও। ব্লকের আধিকারিকদের নিয়ে দুপুরে ওই স্কুলে পরিদর্শনে যান বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক।বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ ও রিপোর্ট খতিয়ে দেখেন তিনি। সেই সময় টিফিনের ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় পড়ুয়াদের সঙ্গে বসে গেলেন মিড-ডে-মিল খেতে।

মিলে ছিল ভাত, মাংস, বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেনের বেগুন দিয়ে ভর্তা এবং ফুলকপির তরকারি।

বিডিও বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে খেতে বসে আমার স্কুলজীবনের কথা মনে পড়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে,তারা মিড ডে মিলে বিদ্যালয়ের নিজস্ব কিচেন গার্ডেন থেকে সব্জি ছাড়াও ডিম ও মাসের শেষে একদিন মাংস পায়। বিদ্যালয়ের খাবারের গুণমানও ঠিক ছিল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শর্বাণী ঘোষ দে বলেন, বিডিও আজ স্কুলে এসে যেভাবে পড়ুয়াদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করলেন তাতে আমরা সবাই খুব খুশি। এভাবে প্রশাসনিক অধিকারিকেরা প্রতিটি স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিলের গুণমান যাচাই করলে যাঁরা নিয়ম মানেন না তাঁরাও শুধরে যাবেন।

আধার কার্ড নাকি বাতিল করে দিতে বলেছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে: মমতা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: উত্তরবঙ্গের চা বাগান এলাকার শ্রমিকদের অনেকের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে বলে খবর পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই একথা জানিয়ে বলেন, " আমি প্রশাসনকে খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলেছি।"মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "কত টাকা দিয়ে ঘুরে ঘুরে আধার কার্ড করেছে সাধারণ মানুষ।

ইলেকশনের আগেই আমি শুনলাম চা বাগানের অনেকের আধার কার্ড বাতিল করা হয়েছে। শুনেছি আধার কার্ড নাকি বাতিল করে দিতে বলেছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে।"কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে পাট্টা তুলে দিয়েছে রাজ্য। মাস দেড়েক পরেই লোকসভা ভোট। ভোটে বড় ভূমিকা নিতে

পারেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। সেকারণেই বেছে বেছে চা শ্রমিকদের আধার কার্ড বাতিল করা হচ্ছে বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির নাম উল্লেখ না করে এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইলেকশন আসলেই চা বাগান, ইলেকশন আসলেই এনআরসি। ইলেকশনের সময় আসলাম আর কুহু কুহু করে ডাকলাম। আর ইলেকশন চলে গেলে আমিও চলে গেলাম। এমন আমরা করি না।"এই প্রসঙ্গেই টেনে এনেছেন ক্যাগ রিপোর্টের কথা। মমতার দাবি, "আমি আবার বলছি, ক্যাগ রিপোর্ট টোটালটাই মিথ্যাচার, টোটালটাই অনাচার।"এদিন বিধানসভার দ্বিতীয়ার্ধের অধিবেশন শুরু পরই বয়কট করে বিজেপি। ওই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অনেকেই আছে নিজেরা কোনও কাজ করে না। কিন্তু একতরফা নেতিবাচক কথা বলে যায়। শুধু ভাঁওতা দেওয়ার জন্য কথা বলে যায় কিন্তু উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। কারণ ওরা সত্যি শুনতে ভয় পায়।" কয়েকদিন আগেই কেন্দ্র পেশ করেছে অন্তর্বর্তী বাজেট। রাজ্যও বাজেট পেশ করেছে। দুই বাজেটের তুল্য মূল্য তুলে ধরে মমতা বলেন, 'আমরা লিঙ্গ ভিত্তিক বাজেটের জন্য ৪৪.৪২ শতাংশ বরাদ্দ করেছি। আর ওদের দেখুন। মাত্র ৬.৬ শতাংশ। আর শিশুদের জন্য আমাদের বাজেটে যখন ১৭.৫৭ শতাংশ বরাদ্দ তখন কেন্দ্রের বাজেট বরাদ্দ মাত্র ২.৩ শতাংশ। ফারাকটা দেখুন।' বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আগাগোড়া কেন্দ্রকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বুধবার রাতে জয়নগর ১ নং ব্লকের গোচরনের সরবেড়িয়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির সামনে একটি মোটরসাইকেল ও একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যানের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল চালক। আহত ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম গাজী,বাড়ি জয়নগর থানার জয়নগর হাটপাড়া এলাকায়।এদিন রাতে মোটর সাইকেলটি জয়নগর থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল।

নিখোঁজ ২৪ বছরের কল্পনা মণ্ডলের মৃতদেহ ভুট্টাক্ষেতে, ধর্ষণের অভিযোগ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় ২৪ বছরের কল্পনা মন্ডল। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে ভুট্টার ক্ষেতের ভিতর থেকে মহিলার অর্ধনগ্ন ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।

ক্ষেতের ভিতরে একাধিক ভুট্টার গাছ ভাঙা অন্যান্য দিক দেখে পরিবার থেকে পুলিশ প্রশাসনের আনুমান ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। শরীরে একাধিক আঘাত, কোপে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে অভিযোগ করেছে পরিবার। এদিন ভোরে ভুট্টার ক্ষেতে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পান মাঠের মানুষজন। খবর পেয়ে দ্রুত মোথাবাড়ি থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহিলার নাম জল্পনা মণ্ডল (২৪)। হামিদপুর গ্রামপঞ্চায়েতের শ্রীপুরকলোনির গ্রামে বাবার বাড়িতে থাকতেন। সূত্রে জানা

গেছে, দেড় বছর আগে বাঙ্গিটোলার পাঁচকড়িটোলায় বিয়ে হয়েছিল কল্পনার। ছয় মাস হল মিউচুয়াল ডিভোর্স হয়। বাবার বাড়িতেই থাকত। সরস্বতী পূজার দিন পরিবারের ছোটদের সাথে গানে নৃত্যে আনন্দ করে । তারপর সন্ধ্যার পর থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবার খোঁজাখুঁজি করে। কিন্তু সকালবেলায় খবর পান ভুট্টার খেতে পড়ে রয়েছে জল্পনা মন্ডলের মৃতদেহ। শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন দেখে তাকে খুন করা হয়েছে মনে করে পরিবার। কিভাবে এমন ঘটনা ঘটল বুঝতে পারছেন না পরিবার সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে আসেন কালিয়াচক এসডিপিও ফাইজাল রাজা, মোথাবাড়ি থানার ওসি কুনাল কান্তি দাস সহ পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। খুনের মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কে বা কারা তাকে খুন করেছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে জানিয়েছেন পুলিশ ।

ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা করবেন এসপি ডিএম: সিইও এহসান

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে পূর্ব বর্ধমানের এসপি ডিএমকে বলা হবে তাদের সহায়তার জন্য। পূর্ব বর্ধমানের কয়েক হাজার কোটি টাকার ওয়াকফ সম্পত্তি আছে যেটা ক্রমশ বেদখলে হয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়াকফ বোর্ডের সিইও এহসান আলী বর্ধমানের বিভিন্ন ওয়াকফ সম্পত্তি পরিদর্শনে এসে এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যারা ওয়াকফ সম্পত্তি বেআইনিভাবে দখল করে আছে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ডব্লিউবিসিএস সহ বিভিন্ন চাকরির ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন। ওয়াকফ সম্পত্তি রক্ষা করে এবং সেই সম্পত্তি রোজগার বাড়িয়ে সংখ্যালঘু কমিউনিটির উন্নয়ন করা হবে। পূর্ব বর্ধমানের মানিকপীর এস্টেট এর ছাত্রাবাসে উপস্থিত হয়েছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের সিইও। সেখানে ওয়াকফ বোর্ডের সিও কে ফুলের বাগান উদ্বোধন করেন। ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলেন এবং মানিকপীর স্টেট এর বিভিন্ন সম্পত্তি ঘুরে দেখেন। ছাত্রদের কিছু দাবি দাওয়া ছিল সেই সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেন সিও।

বর্ধমানের বিভিন্ন ওয়াকফ সম্পত্তি পরিদর্শনে আরো উপস্থিত হয়েছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের মেম্বার আফফাজ জামান খান, মানিকপীর ছাত্রাবাসের সম্পাদক শেখ মনোয়ার হোসেন, সভাপতি আইনজীবী আজিজুল হক, মানিক পীর এস্টেট এর মোতাওয়াল্লি শেখ নাসির উদ্দিন।

হোস্টেলের ছাত্রদের তরফ থেকে এবং কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে সিও এহসান আলীকে উষ্ণ সংবর্ধনা দেয়া হয়। পূর্ব বর্ধমানের ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধারের আশ্বাস দেয়ায় বর্ধমানের সংখ্যালঘুরা অনেক আশ্বস্ত বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন।

জানলা ভেঙে পালাল ডোমজুড়ের নেশামুক্তি কেন্দ্রের আবাসিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ডোমজুড়ের নেশামুক্তি কেন্দ্র থেকে জানলা ভেঙে পালিয়ে গেল বেশ কয়েকজন আবাসিক। জানলা ভেঙে পালানোর সময় দোতলার ঘর থেকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে পা ভাঙে এক আবাসিকের। সেই সুযোগেই পালাতে সক্ষম হয় কয়েকজন আবাসিক। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডোমজুড়ের মাকড়দহে। জানা গিয়েছে, সেখানে একটি বেসরকারি নেশামুক্তি কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিল ৭৬ জন। এদিন দোতলার একটি জানলা ভেঙে সদলবলে পালায় বেশ কয়েকজন। তবে এক আবাসিক উপর থেকে লাফ দিয়ে পালাতে গিয়ে নিচে পড়ে পা ভাঙে। তাকে উদ্ধার

করেই পুরো ঘটনা জানা যায়। পুলিস জানিয়েছে, পলাতকদের মধ্যে কয়েকজন বাড়ি চলে গেলেও রাত পর্যন্ত নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। রাতেই খবর দেওয়া হয় নিখোঁজদের পরিজনদের। সূত্রের খবর, মাত্র দু-তিনজন থাকেন ওই কেন্দ্রের নজরদারিতে। ফলে সুযোগ বুঝে ঘরের দরজা ভিতর দিয়ে বন্ধ করে জানলা ভাঙে তারা পালিয়ে যায়। তাদের খোঁজ চলছে।

সংবর্ধিত সাংবাদিক

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সলুয়া গ্রামের মাদ্রাসা দারুল কুরআনের বাৎসরিক জলসা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিজামিয়া মাদ্রাসার সমসাময়িক অবস্থা ও উত্তরণের উপায় বিষয়ক' সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন দৈনিক 'আপনজন' পত্রিকার সাংবাদিক আসিফ রনি। তাকে সংবর্ধনার স্মারক তুলে দেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মারজুল হক সালাফি।

রানডিহা ড্যামে ঘুরতে এসে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সরস্বতী পুজোতে বন্ধুদের সঙ্গে রানডিহা ড্যামে ঘুরতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বালকের আহত আরো একজন ।

সরস্বতী পুজোর দিন বাইকে করে বন্ধুদের সঙ্গে রণডিহা ড্যামে ঘুরতে এসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বালকের । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাধারণ মানুষদের মধ্যে ব্যাপক চঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুখী থানার রাধামোহন পুর পঞ্চায়েতের রনডিহা ড্যামে । মৃত বালকের নাম জয় বিশ্বাস । বয়স আনুমানিক ১৫ বছর। বাড়ি খন্ডঘোষ থানার অন্তর্গত নবগ্রাম এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় , ওই বালক দুই বন্ধুকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালাচ্ছিল এবং তখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ো পড়ে গেলে গুরুতর আহত হন জয় বিশ্বাস নামের ওই নাবালক । পাশাপাশি আরো এক বন্ধু এই ঘটনায় আহত হয়েছে । তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ এবং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় । পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ ।

মতিঝিলে দেড় বছর ধরে বন্ধ থাকা সুরের ঝরনা ফের চালু হল

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রকৃতি তীর্থ পার্কে প্রায় দেড় বছরের অধিক সময় ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা সুরের ঝর্ণা আবারও চালু করা হল। ১৪ই ফেব্রুয়ারি আবারো নতুন সিস্টেমে চালু করা হলো সুরের ঝর্ণা। শতাধিক পাম্পের সাহায্যে বিভিন্ন রকম জলের ফোয়ারা তৈরি হয় এই সুরের ঝরনায়। পাশাপাশি সংগীতের সুরের তালে বিভিন্ন ধরনের ফোয়ারা উৎপন্ন হয়। যা দেখতে মতিঝিলে ভিড় জমান শতশত পর্যটক। কিন্তু করোনার পরবর্তীতে সুরের ঝর্ণা দেড় বছর বন্ধ হয়ে থাকে। তার কিছুদিন পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের হাতে যায় মতিঝিল প্রকৃতি তীর্থ পার্ক। পর্যটকের সংখ্যা হ্রাস পায় মতিঝিলে। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে পলাশীর কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হতো মতিঝিলে, যা এখন বন্ধ। সেই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের কাজ চলছে, হয়তো কিছুদিন পরে সেটাও চালু করা হবে। অন্যদিকে পর্যটন মন্ত্রীর দেওয়া সঙ্গীতের সুরের তালে ফোয়ারা উৎপন্ন হয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমা দেখাচ্ছে মিউজিক্যাল ফাউন্টেন বা সুরের ঝর্ণা। স্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাওয়া পর্যটকের সংখ্যা এবারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের অধীনে থাকা মতিঝিল প্রকৃতি তীর্থ পার্ক কর্তৃপক্ষ।

প্রথম নজর

জাপানকে টপকে বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: টানা দুই চতুর্থাংশ সংকুচিত হওয়ার পরে অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে পড়েছে জাপানের অর্থনীতি। এতে করে জার্মানির কাছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির অবস্থান হারাল দেশটি। এক বছরের আগের তুলনায় ২০২৩ সালে প্রত্যাশার চেয়েও ০.৪ শতাংশ বেশী সংকুচিত হয়েছে জাপানের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)। পূর্ববর্তী প্রান্তিকে দেশটির অর্থনীতি ৩.৩ শতাংশ সংকুচিত হওয়ার পরে এই মন্দা দেখা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।

জাপানের মন্ত্রিপরিষদ অফিসের পরিসংখ্যানেও বলা হয়েছে যে দেশটি জার্মানির কাছে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে তার অবস্থান হারিয়েছে। যদিও নতুন তথ্য অনুযায়ী জাপানের জিডিপি গত বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ১ শতাংশ এর বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করছিলেন দেশটির অর্থনীতিবিদরা।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস দিয়েছিল, মার্কিন ডলারে হিসেব করা হলে জার্মানি বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে জাপানকে ছাড়িয়ে যাবে।

তবে দুই দেশই তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রকাশ করলে আইএমএফ তালিকায় পরিবর্তনের ঘোষণা দেবে। সংস্থাটি ১৯৮০ সাল থেকে অর্থনীতির তুলনামূলক তথ্য প্রকাশ করা শুরু করে।

কোন দেশে টানা দুই চতুর্থাংশ অর্থনৈতিক সংকোচন ঘটলে সেটিকে সাধারণত মন্দা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জাপানের অর্থনৈতিক মন্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল গত বছর মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইয়েনের দাম প্রায় ৯ শতাংশ কমে যাওয়া।

চলতি মাসে টোকিওতে এক প্রেস কনফারেন্সেও এই তথ্য জানিয়েছিলেন আইএমএফের ডেপুটি হেড গীতা গোপীনাথ।

এছাড়া অর্থনীতিবিদ নীল নিউম্যান বিবিসিকে বলেছেন যে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলোতে দেখা যায় যে ২০২৩ সালে জাপানের অর্থনীতির মূল্য ছিল প্রায় প্রায় ৪.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে জার্মানির অর্থনৈতিক মূল্য ছিল ৪.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এটি ডলারের বিপরীতে জাপানি মুদ্রার দুর্বলতার কারণে হয়েছে এবং ইয়েন যদি পুনরুদ্ধার করে তাহলে দেশটি তিন নম্বর স্থানটি পুনরায় ফিরে পেতে পারে বলে জানান নিউম্যান।

মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে রাশিয়া!

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া মহাকাশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করতে পারে এবং এ নিয়ে অনেকদূর এগিয়েও গেছে দেশটি, যা যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের জন্য বড় হুমকি। এমন তথ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসেছে সবাই, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র। বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন গোয়েন্দারা কংগ্রেস ও ইউরোপের তাদের মিত্রদেশগুলোকে এ তথ্য জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সাবেক ও বর্তমান কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস। সাবেক এক কর্মকর্তা বলেন, 'যদি এ ধরনের বিধ্বংসী স্যাটেলাইট অস্ত্র মোতায়েন করা হয় (মহাকাশে), তাহলে এটি জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশ থেকে নজরদারি, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের সামরিক কমান্ড-এন্ড কন্ট্রোল অপারেশন ধ্বংস করে দিতে পারে।' মার্কিন ওই কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন, গোয়েন্দাদের কাছ থেকে এমন তথ্য পাওয়ার পর, ১৯৬৭ সালের 'আউটার স্পেস চুক্তি' থেকে রাশিয়া বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না- এ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ওই চুক্তি অনুযায়ী, সব কক্ষপথে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন নিষিদ্ধ। ওই কর্মকর্তা আরো বলেন, 'তবে দেখা যাচ্ছে রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের খুব কাছাকাছি এখনো যায়নি, তাই একে এখনই জরুরি হুমকি বলা যাবে না।' ওহাইওর রিপাবলিকান এবং হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রতিনিধি মাইকেল আর টার্নার বুধবার গোপনীয়ভাবে এ তথ্যটি প্রকাশ করেন। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু না জানিয়েই তিনি বাইডেন প্রশাসনকে এ তথ্য প্রকাশ করার আহ্বান জানান। এদিকে বর্তমান এবং সাবেক কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে এবিসি নিউজ জানিয়েছে, খুব শিগগিরই অ্যান্টি-স্যাটেলাইট ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হবে, তা মনে হচ্ছে না। তবে এর মোতায়েন ঠেকাতে খুব বেশি সময় নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়া এই উৎক্ষেপণ রোধে তারা কী করবেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।

নেদারল্যান্ডসে পথচারীদের কুরআনের ডাচ অনুবাদ উপহার

আপনজন ডেস্ক: নেদারল্যান্ডসে পবিত্র কুরআন পাঠ কার্যক্রম শুরু করেছে মসজিদ পরিচালনা পর্ষদ। গত বছর দেশটির রাজধানীতে পবিত্র কুরআন পোড়ানোর ঘটনার পর মসজিদকেন্দ্রিক বিভিন্ন এলাকায় এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। সবার মধ্যে কুরআন পাঠ ও ইসলাম সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে এ কার্যক্রম শুরু করে নেদারল্যান্ডসের আর্নহেম তুর্কিয়েম মসজিদ ফাউন্ডেশন। আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, দেশটির পূর্বাঞ্চলের ছয়টি মসজিদ পরিচালনা করছে আর্নহেম তুর্কিয়েম মসজিদ ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনটি ডাচ দিয়ানাত ফাউন্ডেশনের অধিভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। মসজিদের আঙিনায় পথচারী, দর্শনার্থী ও অতিথিদের মধ্যে কুরআন অনুবাদের কপিগুলো দেওয়া হয়। গত ১২ ফেব্রুয়ারি জ্যান্সপ্লিন স্কোয়ার 'ডোন্ট বার্ন, রিড' শীর্ষক এই উদ্যোগের আওতায় কুরআনের ডাচ অনুবাদের কপি বিতরণ করা হয়। আর্নহেম মসজিদ ফাউন্ডেশনের সভাপতি গালিব আয়দেমির বলেন, 'মুসলিমদের কাছে ইসলাম ও কুরআন কেন এত পবিত্র তা মানুষের কাছে তুলে ধরা এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

আমরা আর্নহেমের জনগণকে কুরআন বিতরণ করেছি, যেন আপনারা কুরআন পড়ুন। পবিত্র গ্রন্থকে না পুড়িয়ে এর মর্ম উপলব্ধি করুন। ডাচ ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। ইসলামের শিক্ষা নিয়ে অনেক গ্রন্থ রয়েছে।'

পবিত্র কুরআনের অনুবাদ কপি পেয়ে এমন অভিনব উদ্যোগের প্রশংসা করেন জন মেটার্স। তিনি বলেন, 'গত মাসের উসকানিমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, আপনি মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে শত্রুতে পরিণত করছেন। আমি মনে করি, পারস্পরিক সহনশীলতার মাধ্যমে আমরা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারি।' গত জানুয়ারি মাসে নেদারল্যান্ডসের গেলডারল্যান্ড প্রদেশে কুরআন পোড়ানোর চেষ্টা করেন পেগিডার নেতা এডউইন ভেগেনসভালদ। এ ঘটনায় আর্নহেম শহরের মেয়র আহমেদ মারকুচোসহ স্থানীয় মুসলিমরা প্রতিবাদ জানান।

এর আগে গত বছর রাজধানী হেগে প্রকাশ্যে পৃষ্ঠা ছিঁড়ে পবিত্র কুরআন অবমাননা করা হয়।

রাশিয়া ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরির দ্বারপ্রান্তে : পুতিন

আপনজন ডেস্ক: ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরিতে সফলতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছেন রুশ বিজ্ঞানীরা। সেইসঙ্গে খুব শিগগিরই রোগীরা এই ভ্যাকসিন পেতে পারেন বলেও দাবি করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। একইসঙ্গে এই ভ্যাকসিন শিগগিরই রোগীরা পেতে পারেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরির কাছাকাছি রয়েছেন এবং এটি শিগগিরই রোগীদের জন্য সহজলভ্য হতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট পুতিন।

বুধবার তিনি বলেছেন, আমরা নতুন প্রজন্মের ক্যান্সার ভ্যাকসিন এবং ইমিউনোমোডুলেটরি ওষুধ তৈরির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।

ভবিষ্যতের প্রযুক্তির ওপর আয়োজিত মস্কো ফোরামে বক্তৃতা দেওয়ার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, আমি আশা করি, শিগগিরই এই টিকা কার্যকরভাবে রোগীদের চিকিৎসা থেরাপির পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

অবশ্য প্রস্তাবিত ভ্যাকসিনগুলো ঠিক কোন ধরনের ক্যান্সারকে লক্ষ্য করে চিকিৎসার কাজ করবে বা কীভাবে সেটি হবে তা নির্দিষ্ট করেননি পুতিন।

রয়টার্স বলছে, রাশিয়া ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশ ও কোম্পানি ক্যান্সারের ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছে। গত বছর যুক্তরাজ্য সরকার 'ব্যক্তিগত ক্যান্সার চিকিৎসা' প্রদান করতে ক্লিনিকাল ট্রায়াল চালু করার জন্য জার্মান-ভিত্তিক বায়োএনটেকের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। দেশটি এই কাজে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার রোগীর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

এছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মডার্না এবং মেরর্ক অ্যান্ড কোম্পানিও একটি পরীক্ষামূলক ক্যান্সারের ভ্যাকসিন তৈরি করছে। এই টিকার কার্যকারিতা সম্পর্কে মধ্য-পর্যায়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মেলানোমায় আক্রান্ত রোগীদের তিন বছরের চিকিৎসার পর ফের এই রোগের পুনরাবৃত্তি বা মৃত্যুর সম্ভাবনা অর্ধেক কমে গেছে। মূলত মেলানোমা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ত্বকের ক্যান্সার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি)-এর বিরুদ্ধে বর্তমানে ছয়টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভ্যাকসিন আছে। এইচপিভি জরায়ুমুখের ক্যান্সারসহ অনেক ধরনের ক্যান্সার সৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে হেপাটাইটিস বি (এইচবিভি) প্রতিরোধী ভ্যাকসিনও আছে, যা লিভার ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

উল্লেখ্য, করোনাভাইরাস মহামারি চলাকালীন রাশিয়া কোভিড-১৯ প্রতিরোধে নিজস্ব স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিন তৈরি করেছে এবং বেশ কয়েকটি দেশে সেটি বিক্রিও করেছে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সময়সীমা নির্ধারণে প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ ও অশান্তি সৃষ্টি করেও কোনো কূল কিনারা করতে না পেরে এবার নতুন শান্তি ফর্মুলা নিয়ে হাজির হতে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরব মিত্ররা। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি চুক্তি করতে চায় তারা। আর সেই শান্তি চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের সময়সীমা নির্ধারণ করা।

বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। জানানো হয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আসতে পারে এই ঘোষণা।

ওই প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্র ও আরব কর্মকর্তাদের বরাতে জানানো হয়েছে, হামাস ও ইসরায়েলের মধ্য যুদ্ধবিরতি অর্জনের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই যুদ্ধবিরতির সময়সীমা হবে অন্তত ছয় সপ্তাহ। এসময় ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা সামনে আনা হবে। ফিলিস্তিনে অন্তবর্তী সরকার গঠন করে এই পরিকল্পনা নিয়ে সামনে আগাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। তবে ইসরায়েল এই প্রস্তাবে রাজি হবে কিনা সেব বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ওই প্রতিবেদনে।

বরাবরই ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে যাচ্ছে ইসরায়েল। তেলআবিবের দাবি, এই সিদ্ধান্ত ইসরায়েলের অস্তিত্বকে বড় ধরনের হুমকিতে ফেলবে। এই প্রস্তাব মানলে বহু ইসরায়েলি দখলদার বাসিন্দাকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ছাড়তে হবে। এমনকি পূর্ব জেরুজালেমে বসবাস করা ইসরায়েলি বাসিন্দারে পড়বে উচ্ছেদের ঝুঁকিতে। অনেকদিন ধরেই ইসরায়েল জেরুজালেমের পুরোটা নিজেদের কব্জাগত করতে চায়। আর জেরুজালেমের পুরোটা নিয়েই স্বাধীন দেশের দাবি জানিয়ে আসছে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাস ও অন্যান্য স্বাধীনতাকামীরা।

ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে চুক্তির আওতায় ইসরায়েলকে সবধরনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। সেই সাথে আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার সুবিধাও পাবে তেলআবি।

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ১০ দেশের তালিকা প্রকাশ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনী দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে দ্বিতীয় বৃহত্তম ঋণদাতা সংস্থা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), মাথাপিছু আয় এবং সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এ তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ইউরোপের ছোটো দেশ লুক্সেমবার্গ। মাত্র ২ হাজার ৫৮৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় ১ লাখ ৪০ হাজার ৩১২ ডলার। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আয়ারল্যান্ড। দেশটির মাথাপিছু আয় এক লাখ ১৭ হাজার ৯৮৮ ডলার। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড। দেশটির মাথাপিছু আয় এক লাখ ১০ হাজার ২৫১ ডলার। এরপরে এক লাখ দুই হাজার ৪৬৫ ডলার মাথাপিছু আয় নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে নরওয়ে। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর। দেশটির মাথাপিছু আয় ৯১ হাজার ৭৩৩ ডলার। তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে আইসল্যান্ড। দেশটির মাথাপিছু আয় ৮৭ হাজার ৮৭৫ ডলার। সপ্তম অবস্থানে রয়েছে কাতার। দেশটির মাথাপিছু আয় ৮৪ হাজার ৯০৬ ডলার। এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির মাথাপিছু আয় ৮৩ হাজার ৬৬ ডলার। নবম অবস্থানে রয়েছে ডেনমার্ক। দেশটির মাথাপিছু আয় ৭২ হাজার ৯৪০ ডলার। তালিকায় সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে ম্যাকাও এসএআর। দেশটির মাথাপিছু আয় ৭০ হাজার ১৩৫ ডলার। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পরিমাপক হলো জিডিপি। এটি মূলত কোনো দেশের বার্ষিক পণ্য-পরিসেবা উন্নয়নের সামষ্টিক হিসাব। এ হিসাবকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে যে কোনো দেশের মাথাপিছু আয় বের করা যায়। তবে আইএমএফ এ তালিকায় মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে জনগণের গড় ক্রয়ক্ষমতাকেও যোগ করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাকিস্তানজুড়ে বিক্ষোভের ডাক ইমরানের দলের

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে দেশজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ডাক দিয়েছে দেশটির কারাবন্দি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। আগামী শনিবার দেশটিতে এই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে পালনে দলটির নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গহর আলী খান এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। রাওয়ালপিন্ডিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পিটিআইয়ের এই নেতা ভোট কারচুপির অভিযোগ করেছেন। এ সময় পিটিআই নেতা গহর আলী খান নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে বিক্ষোভ পালন করে আসা জামায়াত-ই-ইসলামি, জমিয়ত উলেমা-ই-ইসলাম-ফজলসহ (জেইউআই-এফ) অন্যান্য দলগুলোকেও পাশে চান।

তিনি বলেন, এই উদ্দেশ্যে আমরা সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যারা বিশ্বাস করেন যে ম্যান্ডেট পরিবর্তন এবং কারচুপি হয়েছে। গহর আলী খান বলেন, পিটিআই আগামী শনিবার বিকেলে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ-প্রতিবাদের রেকর্ড করবে। বিক্ষোভে জনসাধারণকে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

পিটিআইয়ের এই চেয়ারম্যান বলেন, এবারের এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আমাদের ম্যান্ডেট চুরি হতে দেব না। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে জোট সরকার গঠনের আলোচনার তথ্য অস্বীকার করেছেন গহর খান। এর আগে, দেশটির সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ রাজনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান সরকার গঠনের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বিলাওয়াল জারদারি ভুট্টোর রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে আলোচনায় রাজি হয়েছেন। নির্বাচনের পরপর পিপিপির সাথে জোট সরকারের আলোচনা নাকচ করে দিলেও ইমরান খান সেই সুরে পরিবর্তন এনেছেন বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার দলীয় একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জিও নিউজ জানায়, কারাবন্দি ইমরান খান সরকার গঠনে পিপিপির সাথে আলোচনা করতে 'প্রস্তুত'। সূত্রগুলো বলেছে, 'দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যকার সম্পর্ক এগিয়ে নেয়া হবে। সরকার গঠন নিয়ে পিটিআই ও পিপিপির মধ্যে আলোচনার জন্য কমিটি গঠন করা হবে।'

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৯ মি.

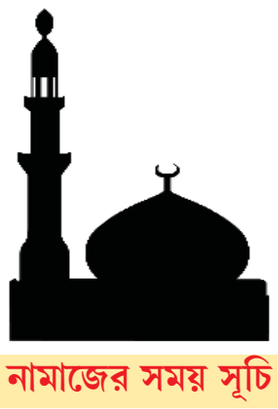

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৫	৬.০৭
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৭	
মাগরিব	৫.৩৯	
এশা	৬.৪৯	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল উৎসবে গোলাগুলি, হতাহত ২২

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস সিটি চিফের সুপার বৌল বিজয়ী প্যারেড শেষে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে একজন নিহত ও ২১ জন আহত হয়েছেন। গুলি করার সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। কানসাস সিটির ডাউনটাউন রেল স্টেশন ইউনিয়ন স্টেশনে এই গোলাগুলি হয়। কর্মকর্তারা বলছেন, এ ঘটনায় আটজনকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত অন্য সাত জনের অবস্থাও ভাল না। ওই এলাকার একটি হাসপাতাল নিশ্চিত করে বলেছে, আহতদের মধ্যে ৯টি শিশু আছে।

ইন্দোনেশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বেসরকারীভাবে জয়ী হয়েছেন দেশটির বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সাবেক জেনারেল প্রাবোও সুবিয়ান্তো। তিনি ৫৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। বুধবার সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সুবিয়ান্তো এর আগে আরো দুবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেছিলেন। দেশটিতে নির্বাচনের প্রথমধাপে কোনো প্রার্থী ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেলে তাকে দ্বিতীয় ধাপে লড়তে হয় না। ফলে প্রথম ধাপেই চূড়ান্ত হয়ে গেছেন সুবিয়ান্তো। যদিও ভক্তদের কমিশনের চূড়ান্ত ফলের জন্য আরো ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

পোলস্টারের তথ্যানুযায়ী, সুবিয়ান্তোর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ও জাকার্তার সাবেক গভর্নর অ্যানিস বাসওয়েদান ২৫ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। এ ছাড়া মধ্য জাভার সাবেক গভর্নর গাঞ্জার প্রানোও ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়, দেশটির ভোটাররা বুধবার প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৫৮০ জন পার্লামেন্ট সদস্য, ২০ হাজারের বেশি আঞ্চলিক আইনপ্রণেতাও নির্বাচন করবেন। এসব নির্বাচনে প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজার প্রার্থী লড়ছেন।

লেবাননে ইসরায়েলের ব্যাপক হামলা, নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: লেবাননে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে ৯ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চারজনই শিশু। এছাড়া নিহতদের সবাই বেসামরিক নাগরিক। এর আগে লেবাননের শক্তিশালী সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর হামলায় ইসরায়েলি এক সেনাসদস্য নিহত হয়। বেশ কয়েকটি সূত্রের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার দক্ষিণ লেবাননের গ্রামগুলোতে ইসরায়েলি হামলায় চার শিশুসহ নয়জন বেসামরিক লোক নিহত হয়েছেন বলে ওই অঞ্চলের এক হাসপাতালের পরিচালক এবং লেবাননের তিনটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েল বলেছে, হিজবুল্লাহর রকেট হামলার প্রতিক্রিয়ায় তারা এই হামলা চালিয়েছে। লেবাননের ইরান-সমর্থিত শক্তিশালী সশস্ত্রগোষ্ঠীর ওই হামলায় এক ইসরায়েলি সেনা নিহত হন। গত বছরের অক্টোবর থেকে গাজায় আগ্রাসন শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। চার মাস ধরে চলমান সেই অভিযানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গাজায় নিহত হয়েছেন ২৮ হাজারেরও বেশি মানুষ, আহত হয়েছেন আরো প্রায় ৬৭ হাজার। গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর সেই আগ্রাসন শুরুর কয়েক দিন পর থেকেই লেবানন-ইসরায়েল সীমান্ত এলাকায় রকেট ও ড্রোন হামলা শুরু করে হিজবুল্লাহ। জবাবে ইসরায়েলের সেনাবাহিনীও পাল্টা হামলা অব্যাহত রেখেছে।

পতন ঠেকাতে মিয়ানমারের সাবেক সেনাদের কাজে ফেরার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার রিজার্ভ ফোর্সেস আইন সক্রিয় করার মাধ্যমে অবসরে যাওয়া প্রবীণ সেনাদের আবারো যুদ্ধেরক্ষেত্রে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে জান্তা সরকারের প্রধান মিন অং হ্লাইং বলেছেন, প্রবীণ সেনাদের আগ্রহে তিনি এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন এবং তারা (অবসরপ্রাপ্ত সেনারা) জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে আবারো দায়িত্বে ফিরতে চান।

বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একের পর এক ঘাঁটি হারাচ্ছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। তাছাড়া বিদ্রোহীদের কাছে জান্তা সেনাদের আত্মসমার্পণ এখন নিয়মিত ঘটনা হয়ে উঠেছে। এমন অবস্থায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের আবারো যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে ফেরত পাঠাচ্ছে দেশটি।

গত মঙ্গলবার রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে আইনটিতে সই করেন মিন অং হ্লাইং। 'রিজার্ভ ফোর্সেস ল' আইনটি ২০১০ সালে প্রণীত হলেও এবারই প্রথম আইনটি সক্রিয় করা হলো।

যেসব সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হবে তারা তাদের পেনশনের পাশাপাশি সামরিক প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধা পাবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৩ ফাল্গুন ১৪৩০, ৫ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

মঙ্গলে অমঙ্গল

এক জন দুই জন নহে, মঙ্গলগ্রহে আগামী আড়াই দশকের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে পাঠাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন বিশ্বের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তি ইলন মাস্ক। মৃত্যুর পূর্বে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলিয়া গিয়াছিলেন–মানবসভ্যতাকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে মানুষকে অবশ্যই অন্য গ্রহে বসতি স্থাপন করিতে হইবে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, পৃথিবী নানান কারণে নিঃস্ব-রিক্ত হইয়া পড়িতেছে। পরিবেশ বিষাইয়া যাইতেছে। মানুষের ভার বহনের ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে পৃথিবীর। ইহার জন্য মানুষেরই অবিমৃশ্যকারী কাণ্ডকারখানাই দায়ী। সুতরাং নিকটবর্তী উপগ্রহ চাঁদ কিংবা নিকটবর্তী লাল গ্রহ মঙ্গলের দিকে মানুষের দৃষ্টি বহু দিন ধরিয়াই নিবদ্ধ। মানুষ চাঁদে গিয়াছে বেশ কয়েক বার। সেইখানে পানি নাই, অক্সিজেন নাই, ভয়ংকর প্রতিকূল পরিবেশ। কেবল পায়ের তলায় জমিন আছে মাত্র। তাও সেই জমিন ঘনঘন ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠে। মঙ্গলের সহিত পৃথিবীর আয়তন আকৃতির কিছুটা মিল থাকিলেও তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ একদমই মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নহে। সেইখানেও অক্সিজেন বা তরল পানি নাই। তবে ইলন মাস্ক যখন মঙ্গলকে মনুষ্য বসতির জন্য উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার মহাপরিকল্পনা তথা মহা ইচ্ছার কথা জানাইয়াছেন, তখন তাহা সমগ্র বিশ্বেই আলোচনার বিষয় হয়। মাস্কের মতে, লাল গ্রহটিতে স্বনির্ভর বসতি স্থাপনে খরচ হইবে ১০০ বিলিয়ন হইতে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রতি বত্সর কয়েক মেগা টন কার্গো মঙ্গল গ্রহে লইবে মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্সের রকেট। স্টারশিপের লক্ষ্য প্রতিদিন গড়ে তিনটি ফ্লাইট পরিচালনা করা, ইহাতে প্রতি বত্সর ১ হাজারের অধিক ফ্লাইট পাঠান হইবে, প্রতি ফ্লাইটে যাবে ১০০ টনের বেশি কার্গো।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’তে হোসেন মিয়া বসতিশূন্য ময়নাদ্বীপে ভুখা-নাঙ্গা সাধারণ মানুষকে লইয়া নূতন বসতির উদ্যোগ লইয়াছিলেন। সেইখানে দেখানো হইয়াছিল নূতন বসতি স্থাপনের বিচিত্র সকল টানাপড়েন ও নেপথ্য উদ্দেশ্য। মনে হইতে পারে–ইলন মাস্ক যেন আধুনিক সময়ের হোসেন মিয়া। তবে নূতন নূতন জায়গায় বসতি তথা উপনিবেশ গড়িয়া তোলা মানুষের আদিম অভ্যাস। ইহার লক্ষ্যেই অসংখ্য অভিযান হইয়াছে। হইয়াছে শতসহস্র যুদ্ধ। মানুষ যখন সভ্য হইয়া উঠে নাই, তখনো আধিপত্য বিস্তারের জন্য কাদা-ছোড়াছুড়ি করিয়াছে। মানবজাতির ইতিহাস মূলত যুদ্ধের ইতিহাস। এখন কথা হইল, মঙ্গলে মানবজাতি যদি সত্যিই উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহা কি পৃথিবীর যুদ্ধ-ভাইরাস মুক্ত হইবে? নাকি সেইখানেও একটি পর্যায়ে আসিয়া শুরু হইবে যুদ্ধের পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ? সেইখানেও কি কোনো এক কবি বীতশ্রদ্ধ হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ভবিষ্যতে প্রশ্ন তুলিবেন–‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।’ কাজী নজরুল ইসলাম যেমন ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় লিখিয়াছেন–‘গাহি সাম্যের গান–যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।’ মঙ্গলে কি মোটা দাগে বাধা-ব্যবধান মুছিয়া ফেলা যাইবে? নাকি সেইখানেও বিপুল ফসলের আবাদের পরও রাতে না খাইয়া কোনো শিশুকে ঘুমাইতে যাইতে হইবে? সেইখানেও যুদ্ধে মরিবে কি শতশত শিশু? নূতন নূতন রাষ্ট্র নূতন সীমারেখা টানিবে কি? সীমান্তে চলিবে কি হত্যা? যুদ্ধ আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে সেইখানেও কি ঈশানকোণে জমিবে বৈষম্যের মেঘ? নাকি সত্যিই মঙ্গলে থাকিবে ইক্যুয়াল অপরচুনিটি? অর্থাত্ সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা। অনেক প্রশ্ন। উত্তরগুলি অজানা। কারণ মানুষ অত্যন্ত রহস্যময় প্রাণী। মানুষের মনোজগত্ অত্যন্ত জটিল। মহাবিশ্বের মতো মানুষের মনেরও তল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার পরও আমরা ইতিবাচকভাবেই চিন্তা করিব। মনে করিব, মঙ্গলে মানুষের মঙ্গলই হইবে।

পাকিস্তান নিয়ে কেন এত অনিশ্চয়তা

৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে–অনেকেই এমন প্রত্যাশাই করছেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কি তেমনটা ঘটবে? পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ডন-এ প্রকাশিত একাধিক লেখায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লিখেছেন **মনজুরুল ইসলাম**।

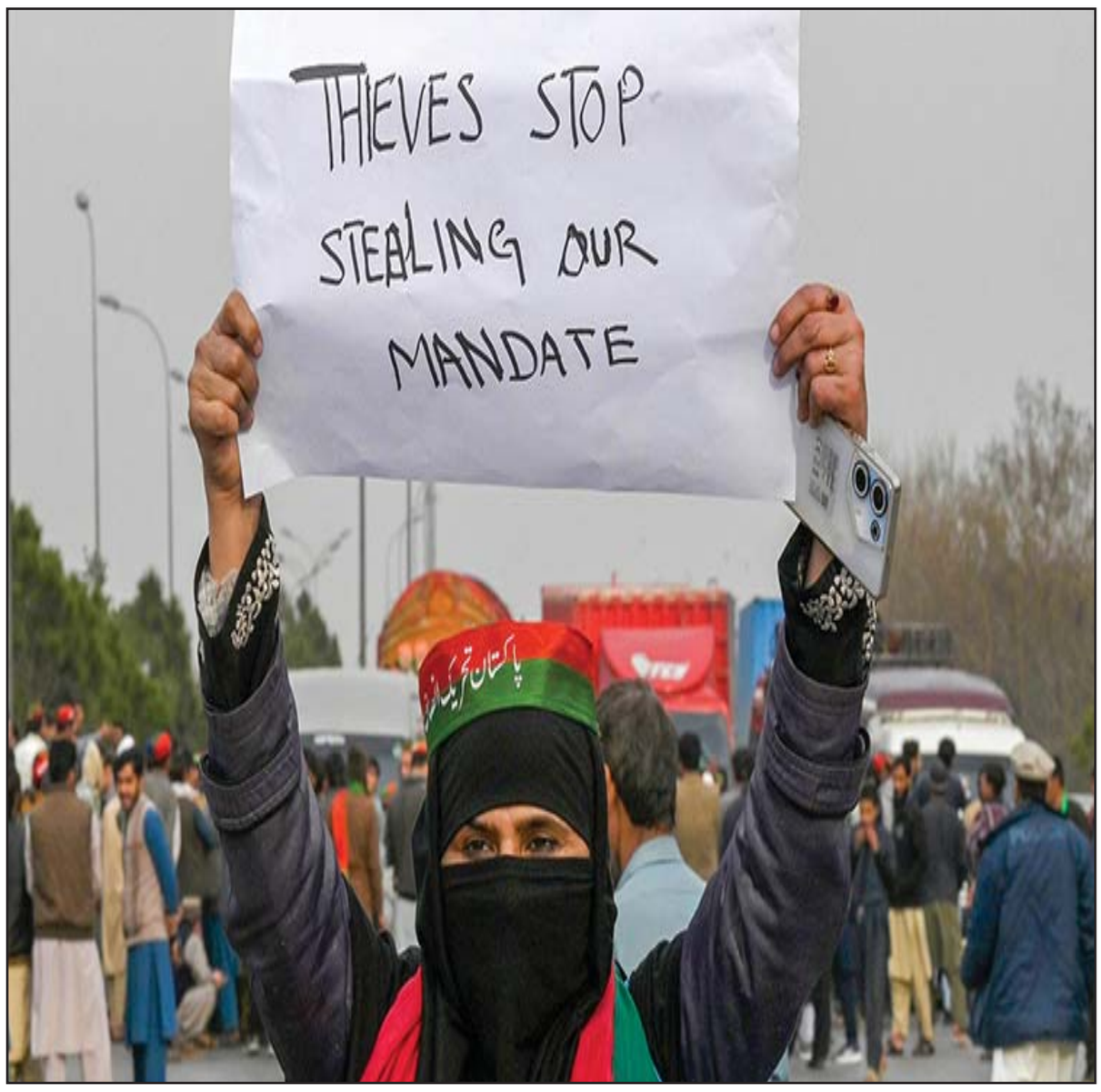

৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে বহুল প্রতীক্ষিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার দেশটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে–অনেকেই এমন প্রত্যাশাই করছেন। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কি তেমনটা ঘটবে? পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যম ডন-এ প্রকাশিত একাধিক লেখায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পাকিস্তানের এবারের নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) অনুসারী স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছেন। আসনসংখ্যার দিক থেকে পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। এই দল দুটি কোয়ালিশন বা জোট সরকার গঠনের ব্যাপারে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

‘রেসপেক্ট দ্য ম্যান্ডেট’ শিরোনামে ডন-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, ইমরান খানের অনুসারী প্রার্থীরা এককভাবে সবচেয়ে বেশি আসন জয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের বর্তমান বাস্তবতায় তাঁদের ক্ষমতার বাইরে থাকতে হবে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই জনগণের ম্যান্ডেটের চেয়ে রাজনৈতিক কৌশলই হবে নতুন সরকার গঠনের ভিত্তি। এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তানের রাজনীতিতে একসময়ের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (পিএমএল-এন) ও পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) এক কাতারে এসেছে। এ ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে, এমন কথাও আলোচনায় আছে। যেকোনোভাবে ইমরানকে ঠেকানোই এখন এদের সবার উদ্দেশ্য।

নির্বাচনের বেশ অনেক দিন আগে থেকেই ইমরান ও তাঁর দলকে বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ইমরানকে কারাবন্দী করা হয়। তাঁর দলের প্রতীক কেড়ে নিয়ে দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। আইন-আদালতের দোহাই দেওয়া হলেও এসব ঘটনার পেছনে ইমরানের সঙ্গে সেনাবাহিনীর বৈরিতা ছিল প্রধান কারণ। এরপরও ইমরান খানের অনুসারী প্রার্থীরা এ নির্বাচনে চমক দেখান। এটাকে অনেক বিশ্লেষক ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর সবচেয়ে বড় ‘আপসেট’ বলে বর্ণনা করেছেন। এই চমক আসলে কী বার্তা দেয়? ‘উইদার রিলিজিয়াস পার্টিজ?’ শিরোনামে ডন-এর এক লেখায় বলা হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফল থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্র চায়। একই সঙ্গে তারা রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। তাই ইমরানের পক্ষে এই ভোটকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও বলা যেতে পারে।

দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনী ভূমিকা রেখে চলছে। কখনো সরাসরি ক্ষমতা দখল করেছে, কখনো পছন্দমতো দল বা ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়েছে আবার কখনো অপছন্দের দল বা ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আসতে বাধা দিয়েছে। সেনাবাহিনী কেন এ রকমটা করতে পেরেছে?

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক হামজা আলাভির মতে, পাকিস্তানের জন্মের সময় দেশটির একমাত্র সংগঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল সেনাবাহিনী। এ কারণে পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগসহ সব প্রতিষ্ঠানের ওপর এর প্রভাব ছিল এবং এখনো আছে। দেশটিতে কখনো এমন কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যাতে এই প্রভাব হ্রাস পায়। পরিহাসের ব্যাপার হলো, যে দুটি দল এখন ইমরানকে ঠেকাতে এখন সেনাবাহিনীর সমর্থন পাচ্ছে, তারাও একসময় সেনাবাহিনীর দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও নিগৃহীত হয়েছে। এমনকি এসব দলের কোনো কোনো নেতার হত্যাকাণ্ডের পেছনেও সেনাবাহিনীর হাত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আছেন পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) নেতা নওয়াজ শরিফ ও তাঁর ভাই শাহবাজ শরিফ। মজার ব্যাপার হলো, এর আগেও নওয়াজ তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু কোনোবারই মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। তিনবারই ক্ষমতা থেকে তাঁর বিদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেলে তিনি মেয়াদ পূর্ণ করতে পারবেন কি না, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। কোয়ালিশন বা জোট সরকার গঠনের বিকল্প না থাকায় ভবিষ্যতে এই প্রশ্ন এবার আরও বড় হয়ে দেখা দেবে।

পাকিস্তানে নতুন সরকার গঠিত হলেই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে, অতি আশাবাদীরাও এমনটা দাবি করতে পারছেন না। কারণ, বেসামরিক শাসনামলেও পাকিস্তানে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সেনাবাহিনী। এ রকম ‘দ্বৈত’ শাসনের কোনো দেশে আদৌ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকা সম্ভব কি না, সেই প্রশ্নটা সবার আগে বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

‘স্পিল্ট ম্যান্ডেট স্পার্কস ইকোনমিক স্ট্যাবিলিটি কনসার্ন’ শিরোনামে ডন-এর এক কলামে বলা হয়েছে, কোয়ালিশন বা জোট সরকারের পক্ষে পাকিস্তানে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ছয় মাসের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে, পরবর্তী সরকার তা বজায় রাখতে পারবে কি না, তা নিয়ে দেশটির নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। জোট সরকারের ‘বিভক্ত সমর্থন’ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, এমন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ভোটে জয় পেলে প্রতি মাসে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে–এ রকম একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) পক্ষ থেকেও প্রায় একই রকম অর্থাৎ ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনা মূল্যে বিদ্যুৎ এবং ২০-৩০ শতাংশ পর্যন্ত দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইমরান খানের অনুসারী স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রতিশ্রুতি দেন।নির্বাচনের সময় রাজনৈতিকভাবে জনপ্রিয় এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা বাস্তবিকভাবে প্রায় অসম্ভব। এখন প্রশ্ন হলো, এই দলগুলো অর্থনৈতিকভাবে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নেবে কি না।

পাকিস্তানের বিভিন্ন দল ও প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্বাচনী ইশতেহারে আইএমএফের সঙ্গে নতুন চুক্তির বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পরবর্তী সরকার আইএমএফের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তি করতে চাইবে। এ ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছরের জন্য কিছু সংস্কার ও কঠোর অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হবে। এর মধ্যে বেসরকারীকরণ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভর্তুকি বাতিলের মতো বিষয়গুলো রয়েছে।

অর্থনৈতিক নীতি ও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে স্পেশাল ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কাউন্সিল (এসআইএফসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি প্রাদেশিক সরকারের প্রধান এবং সেনাপ্রধান এই কাউন্সিলের সদস্য। তাই শুধু পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ অর্থমন্ত্রী নয়, গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই কাউন্সিল সদস্যরাও প্রভাব বিস্তার করবেন।

ভোটের আগে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন দল ও প্রার্থীর প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্য কিছু মিল থাকলেও অর্থনৈতিক নীতিগুলোর ক্ষেত্রে এ দলগুলোর বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে। এ রকম অবস্থায় বিভিন্ন দল ও রাজনৈতিক এলিটদের স্বার্থ উপেক্ষা করা কি সম্ভব হবে? দৃশ্যমান ও অদৃশ্য নানা চাপ মোকাবিলা করে নতুন সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা সত্যিই একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ।

‘পোস্ট-ইলেকশন চ্যালেঞ্জ’ নামে ডন-এর এক লেখায় বলা হয়েছে, নতুন সরকার গঠনের পরও পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বড় বাধা থাকবে। দেশটির ক্ষমতাবান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হয়নি। এর চেয়ে বড় কথা, নির্বাচন হয়ে গেলেও দেশের একটি বড় অংশের মানুষের মধ্যে হতাশা ও অসন্তোষ রয়েছে। এর ফলে শিগগিরই পাকিস্তান নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হবে না।

মনজুরুল ইসলাম প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

বিশ্বব্যাপী যেন শিশুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে/২

সাইমন টিসডাল

দুঃখজনকভাবে ইউনিসেফের এসব কথা কানে তোলে না যুদ্ধবাজ পক্ষগুলো। আদৌ তোয়াক্কা করে না এসংক্রন্ত আন্তর্জাতিক আইন বা জেনেভা কনভেনশনের আহ্বান। তা না হলে গাজার শিশুদের অবস্থা এতটা ভয়াবহ হয় কীভাবে?

আমরা লক্ষ করছি, গাজা যুদ্ধ বন্ধে নানা কথা শোনা গেলেও যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে ব্যর্থতাই বেশি দৃশ্যমান। এর মধ্যেও গাজায় বেড়েই চলেছে শিশুমৃত্যু। অনুমান করা হচ্ছে, গাজায় এখনো প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর একটি শিশু মারা যাচ্ছে। আরো উদ্বেগজনক খবর হলো, প্রতি ঘণ্টায় মারা যাচ্ছেন অন্তত দুই জন মা। এটা যে কতটা ভয়াবহ দৃষ্টান্ত, বুঝতে পারছেন? গত সপ্তাহে গাজার শিশুদের পক্ষে সরব হয়ে তেল আবিবের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন গিডিয়ন লেভি নামক এক ইসরাইলি লেখক। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর কড়া সমালোচনা করে লেভি বলেছেন, ‘এটা নিঃসন্দেহে হিংসাত্মক তাণ্ডব। ইসরাইলের সমাজেও এর প্রভাব পড়বে। ইসরাইলকে শেষ পর্যন্ত এর জন্য মূল্য চোকাতে হবে।’

লেভি আরো বলেছেন, ‘ইসরাইল গাজায় ভবিষ্যত্ প্রজন্মকে মুছে ফেলছে। সেনারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে শিশুদের। যারা শিশুদের এভাবে হত্যা করেছে, তাদের কি মানুষ ভুলে যাবে? সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ কতক্ষণ নীরব থাকবে?’

এ তো গেল গাজার শিশুদের কথা। ২০২২ সাল থেকে চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে চরম বিপদে আছে এই অঞ্চলের শিশুরাও। সবচেয়ে বড় কথা, ইউক্রেনের হাজার হাজার শিশুকে অবৈধভাবে অপহরণ করার অভিযোগ রয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে। কিয়েভ বলে আসছে, ‘২ লাখের মতো শিশু অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে, যার মধ্যে হাজার বিশেক মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।’ কিয়েভের এমন অভিযোগ নিয়ে বিভিন্ন পশ্চিমা মিডিয়ায় আলোচনা-সমালোচনা হলেও অপহৃত শিশুদের উদ্ধারে তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কথা শোনা যায়নি।

চলতি মাসে ‘শিশুদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ’ নামক এক সম্মেলনে যোগ দেন লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট এডগারস রিংকেভিচস। রাজধানী রিগায় অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, ‘রাশিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে ইউক্রেনীয় শিশুদের পরিচয় মুছে ফেলছে এবং অবিশ্বাস্য মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি করছে। শিশু পাচারকে কার্যকরভাবে যুদ্ধের অস্ত্র বানিয়েছেন পুতিন, যার মধ্য দিয়ে তিনি মূলত ইউক্রেনের ভবিষ্যত্ ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন।’

নানা সংকটের সম্মুখীন ইথিওপিয়ার শিশুরাও। ৩০ লাখেরও বেশি শিশু খাদ্যাভাবে ধুঁকছে। ১২৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশে ৪৫ শতাংশ মানুষ ১৫ বছরের কম বয়সি। ত্রাণের অভাবে এখানকার মানুষের অবস্থা এতটা শোচনীয় পর্যায়ে উপনীত যে, এই সংকটকে ১৯৮৪ সালে জেঁকে বসা কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। খরা ও যুদ্ধ–এই দুইয়ের কবলে পড়ে ঐ সময় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাতে মারা যায় ১০ লাখ ইথিওপিয়ান। জাতিসংঘ এরই মধ্যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, ‘২ কোটিরও বেশি ইথিওপিয়ানের খাদ্যসহায়তার বিশেষ প্রয়োজন।’

ইথিওপিয়ার শিশুদের এই অবস্থার জন্য যে ‘তাইগ্রে সংকট’ একমাত্র দায়ী, সে কথা বলাই বাহুল্য। সশস্ত্র গোষ্ঠী, সন্ত্রাসী ও বিভিন্ন অপরাধী চক্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলে শিশুদের জোরপূর্বক ব্যবহার করছে। ‘জোরপূর্বক শিশুদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রবণতা’ বিশ্বব্যাপী বাড়ছে ক্রমশ। জাতিসংঘের এক হিসাবে বলা হয়েছে, ‘২০০৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১ লাখ ৫ হাজারেরও বেশি শিশু (ছেলে ও মেয়ে) সহিংস সংঘর্ষে জড়িত ছিল। এই সংখ্যা বাড়বে বই কমবে না।’

মনে রাখা জরুরি, শিশুসেনাদের কেবল যুদ্ধ করার জন্য তৈরি করা হয় না; গার্ডের কাজকর্ম, নজরদারি চালানো ও কুরিয়ার আনানেওয়ার মতো কাজেও ব্যবহার করা হয় তাদের। সব থেকে উদ্বেগজনক কথা হলো, যৌনভাবে শোষণ করা হয় শিশুদের। সম্প্রতি ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল নোবোয়ার এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে দেখিয়েছেন, শিশুদের ব্যবহার করে কীভাবে হত্যা, মাদক ব্যবসা ও ডাকাতির মতো অপরাধকর্ম চালানো হচ্ছে।

শিশুদের ব্যবহার করে মিয়ানমার, বুরকিনা ফাসো ও মালিতে স্কুল ও হাসপাতালে হামলা বাড়ছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। বোকো হারাম সন্ত্রাসীদের শয়ে শয়ে স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করার ঘটনাও আমাদের জানা। এর পরও শিশুদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা। এটা লজ্জাজনক, মর্মান্তিক। যুদ্ধে শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ হোক।

লেখক: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নিয়মিত কলামিস্ট দ্য গার্ডিয়ান থেকে অনুবাদ: সমাপ্ত

প্রথম নজর

দ্বীনি তালিমী বোর্ডের সভা ভগবানগোলায়

জাকির সেখ ● ভগবানগোলা

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম কুপকান্ধি মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হল জেলা দ্বীনি তালিমী বোর্ডের সাধারণ সভা ও দোয়ার মজলিস। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মক্তব শিক্ষা সর্বযুগে সবার জন্য ছিল উন্মুক্ত, মসজিদে নববীতে 'আসহাবে সুফফা' নামক সাহাবীদেরকে শিক্ষাদান করা হতো, তখন থেকেই মক্তব শিক্ষার যাত্রা। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মক্তবই হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের প্রথম পাঠশালা। প্রাচীনকাল থেকে মসজিদের বারান্দাকে কেন্দ্র করে চলছে এই মক্তব শিক্ষার কার্যক্রম। একজন মুসলমান হিসেবে যতটুকু জ্ঞানার্জন করা জরুরি তার অনেকটাই মক্তব থেকেই অর্জন করা সম্ভব। দ্বীনী তালিম বোর্ডের উদ্দেশ্য শিশুদের সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে স্ব-নির্ভর মক্তবের আওতায় এনে তাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। আর এটাই হচ্ছে দ্বীনী তালিম বোর্ডের ঐকান্তিক অঙ্গীকার। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্য দ্বীনি তালিমী বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক মুফতি ইমদাদুল ইসলাম, জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা বদরুল আলম, জেলা জমিয়তে উলামার সম্পাদক মুফতি রায়হানুল ইসলাম কাসেমী, জেলা দ্বীনি তালিমী বোর্ডের সভাপতি মুফতি জুবায়ের হোসেন, সম্পাদক মাওলানা মানোয়ার হোসেন কাসেমী, মাওলানা মাহমুদুল হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা জমিয়তে উলামার অন্যতম মুখ তথা কুপকান্ধি মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মুফতি শাহাদাতুল্লাহ। উপস্থিত ছিলেন জেলা জমিয়তে উলামার সহ সম্পাদক মুফতি মিজানুর রহমান, হাফেজ খাইরুল ইসলাম, মাওলানা রহমতুল্লাহ, মুফতি শামীম আহমেদ ও ব্লক জমিয়তে উলামার কর্মী সমর্থক ও স্থানীয় ইমামগণ। রাজ্য দ্বীনি তালিমী বোর্ডের সভাপতি তথা নদীয়া জেলা জমিয়তে উলামার সভাপতি মাওলানা আরশাদ আলী খাঁন সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নুরানী দ্বীনিয়াতের ইসলামী সভা ছাতনায়

আর এ মণ্ডল ● ছাতনা

আপনজন: সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার ছাতনায় নুরানী দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তবের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় বাৎসরিক জলসা অনুষ্ঠিত হল। এ উপলক্ষ্যে মক্তবের পড়ুয়াদের নিয়ে ইসলাম বিষয়ক ক্যুইজও অনুষ্ঠিত হয়।বিকাল থেকে রাত্রী নয়টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের পরই ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা দ্বীনিয়াত সেন্টারের পরিচালক মুফতি আহসানুলাহ ক্বাসেমী সাহেব, হাফিজ আশরাফ আলী সাহেব, হাফিজ ফারুক আবদুল্লাহ সাহেব, মাওলানা শফিক সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছাতনা মুনাযযম মক্তবের মুআল্লীম ও ইমাম মাওলানা আসাদুল্লাহ সাহেব,ক্বারী ওয়াসিম সাহেব এবং কমিটির পক্ষে মাস্টার শফিউর রহমান সাহেব, মুজতবা সাহেব ,তাজ খাঁন প্রমুখ।

মক্তবের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ব্যতীত বহু দ্বীনি চেতনা সম্পন্ন ব্যাক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন । দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, রাষ্ট্রীয় পালনীয় দিবস যথা সাধারণ তন্ত্র ও স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদিও মহাসমারোহে পালিত হয়। বর্তমানে মক্তবের ছাত্র ছাত্রীসহ ৬০ জন। দ্বীন ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষারও পাঠ দান করা হয়।

কামতাপুরী সাহিত্য উৎসব দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিনহাটা

আপনজন: কামতাপুরী ভাষা একাডেমির পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলার দিনহাটার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ন স্মৃতি পাটাগারে অনুষ্ঠিত হলো কামতাপুরী সাহিত্য উৎসব। আজ চার জন গুণী ব্যক্তি কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য চর্চার জন্য সংবর্ধনা ও পুরস্কার দেওয়া হল। এই চারজন ব্যক্তি হলো মিনতি অধিকারী তারা ,মোহন অধিকারী, আমিনুর ইসলাম এবং সুরজিৎ বর্মন। আজকের এই সাহিত্য উৎসবে ভাওয়াইয়া, জারি গান ,সাহিত্য ও আগামী দিনে একাডেমির বিভিন্ন কাজকর্মকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সাহিত্য উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কামতাপুরী ভাষা একাডেমি চেয়ারম্যান বজলে রহমান কামতাপুরী ভাষা একাডেমীর সদস্য আমিনাল হক, সাজ্জাদ হোসেন, শামীম আক্তার আহসান উল আলম সরকার ও বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকরা ।

পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা দেওয়াকে কেন্দ্র করে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলে রয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমান। যে রেশন নিয়ে রাজ্যে এত শোরগোল এবার সেই রেশনে পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা দেওয়ার অভিযোগে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন উপভোক্তারা ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাড়িয়াল গ্রামে। অভিযোগ উঠেছে তুলসীহাটা গ্রামের রেশন ডিলার জগদীশ প্রসাদ রামের বিরুদ্ধে। পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা দেওয়ার কথা ডিলার স্বীকার করে নিলেও তার কিছু করার নেই। সরকার থেকে যা পাচ্ছে তাই দিচ্ছে বলে সাফ জানিয়ে দেন। জানা গিয়েছে, রেশন ডিলার জগদীশ প্রসাদ রাম এদিন রাড়িয়াল গ্রামে দুয়ারে রেশন দিতে আসেন। রেশন তুলতে গিয়ে উপভোক্তারা দেখেন রেশনের চালে পোকা রয়েছে। কিন্তু,সেই চালই দিচ্ছেন রেশন ডিলার। এ দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। শুরু হয় বিক্ষোভ। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ওই ডিলার বরাবরই পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা দিয়ে থাকে। যে আটা দেওয়া হয়েছে তা খাবার অযোগ্য।ডিলারকে বলতে গেলে কোন কর্ণপাত করেন না। সাহেব আলি নামে এক উপভোক্তা জানান, ওই ডিলার প্রতি মাসে এই ধরনের পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা দিয়ে থাকেন। আটা এত নিম্নমানের যে খাওয়া যায় না। বাধ্যতামূলক পশুকে খাওয়াতে হয়। ডিলারকে বলতে গেলে কোন কথাই শুনতে চাই না। মসলিমা খাতুন নামে আরও এক উপভোক্তা জানান, রেশন থেকে দেওয়া আটা খাওয়া যাচ্ছে না তবুও অভাবের তাড়নায় খেতে হয়। কোনো কোনো মাসে পশুর খাদ্য করতে হয়। কাজেরুল ইসলাম নামে আরও এক উপভোক্তা জানান, বস্তার মধ্যে তিন থেকে চার রকমের চালের মিশ্রন থাকে। আটা খুব নিম্নমানের। এই আটা দিয়ে রুটি তৈরি করলে তেঁতো হয়ে যায়। যা খাওয়া যায় না। ডিলারকে বলতে গেলে সে কোন কর্ণপাত করেন না। তার বিরুদ্ধে যেখানে খুশি সেখানে অভিযোগ জানাতে পারে বলে সাফ জানিয়ে দেন। রেশন ডিলার জগদীশ প্রসাদ রাম জানান,সরকারের কাছ থেকে সে যা চাল ও আটা পায় তাই উপভোক্তাদের দিয়ে থাকেন। পোকা ধরা চাল ও নিম্নমানের আটা পাল্টানো তার পক্ষে সম্ভব না। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক বাবন মণ্ডল জানান,চালে পোকা থাকলে সেই চাল ফেরত নিয়ে নেওয়া হবে।আর আটার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপায়ে গুণমান পরীক্ষা করে দেখা হবে।

দুদিনের বীরভূম সফরে মুখ্যমন্ত্রী

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সন্দেশখালির ঘটনার কারণে মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাব সফর বাতিল করেছেন। কিন্তু তিনি তার জেলা সফর বন্ধ করছেন না। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুদিনের সফরে আসছেন। প্রশাসন সূত্রের খবর ১৭ই ফেব্রুয়ারি বোলপুরে আসছেন এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি সিউড়ি চাঁদমারি ময়দানে প্রশাসনিক সভা করবেন বলে জানা যায়। তার ওই প্রস্তুতি পর্ব জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এদিন চাঁদমারি ময়দানে প্রস্তুতিপর্ব দেখতে হাজির হয়েছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি ফাইজুল হক সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্তারা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ শহীদ স্মরণে

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: পুলওয়ামার ৪২ জন শহীদ জওয়ানের স্মরণে হুগলির ডানকুনিতে মৃগালা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সেভ ট্রি সেভ ওয়ার্ল্ডের উদ্যোগে ৪২টি নারকেল চারা রোপণ করা হল। প্রত্যেকটি গাছের নামকরণ করা হয় শহীদ জওয়ানের নামে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডানকুনি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বাদল দেবনাথ, কাউন্সিলর প্রকাশ রাহা, সবুজ সৈনিক কবিরুল আলম, শেখ মাবুদ আলী প্রমুখ।

শহীদ স্মরণে রক্তদান শিবির

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: ২০১৯ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কে একটি বাহন- বাহিত আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হয়। তাতে ৪২ জন সি আর পি এফ মারা গিয়েছিল। বুধবার গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীন থলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ' ধাঁইপুর আমরা কয়েকজন ' সংস্থার পরিচালনায় কালা দিবস ' পালন করা হল রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জওয়ান অচিন্ত্য কুমার দাস, জওয়ান সত্যজিৎ মান্না, জওয়ান অনিমেশ পাত্র, জওয়ান লাল্টু পাত্র, জওয়ান রমেন সাঁতরা, জওয়ান প্রদীপ কুমার দলুই, বিধায়ক সুকান্ত পাল,থলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দলুই। সাত জন মহিলা সহ পঞ্চাশ জন রক্তদান করেন।

নতুন জুট মিল তৈরির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বকেয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: গৌরীপুরে নতুন জুট মিল তৈরি হওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি গৌরীপুর জুট মিলের শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যরা তাদের প্রাপ্য বকেয়া দাবিতে সোচ্চার হলেন। এবার তাদের সমর্থনে এগিয়ে এল গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চ। এ উপলক্ষে ১৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টায় গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চের অফিস প্রাঙ্গণে শতাধিক শ্রমিক জড়ো হয়ে গৌরীপুরে নতুন জুট মিল তৈরি হওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি গৌরীপুর জুট মিলের শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া দাবিতে সোচ্চার হন ও বকেয়া উদ্ধারের আন্দোলন জারি রাখার শপথ নেন।

এদিনের র সভায় গৌরীপুরের শ্রমিক ও তাদের পরিবারের এই ন্যায্য চলমান আন্দোলনকে সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন AICCTU- র রাজ্য নেতা নবেন্দু দাশগুপ্ত ও নারায়ণ দে, BCMF-এর জেলা নেতা শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈহাটি শিল্পাঞ্চল বাঁচাও মঞ্চের আহ্বায়ক দেবাশিস পাল, নৈহাটি নাগরিক উদ্যোগের পক্ষে ডাঃ জয়ন্ত ঘোষাল, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের সম্পাদক সরিৎ চক্রবর্তী, APDR-এর সহসভাপতি প্রদীপ বসু, AIPWA- র নেত্রী মিঠু চক্রবর্তী, CPI-ML লিবারেশনের নৈহাটি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক দেবজ্যোতি মজুমদার প্রমুখ।

এক প্রেস বিবৃতিতে গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি সুব্রত সেনগুপ্ত বলেন, দীর্ঘ প্রায় দু দশক ধরে গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চ, AICCTU ও BCMF রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করে আসছে- বন্ধ গৌরীপুর জুট মিলের জমিতে নতুন কারখানা গড়ে তোলার ও শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া বন্টনের ব্যবস্থা করার। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সরকার দীর্ঘ আইনী জালের ফাঁসে আটকে থাকা গৌরীপুরে নতুন জুট মিল গড়ে তোলার যে ঘোষণা করেছে আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আমরা চাই এই মিল অত্যাধুনিক হোক, যেখানে দু-তিন হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং গৌরীপুর জুটমিলের শ্রমিক ও তাদের ছেলে মেয়েরা নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। প্রতিশ্রুতি মতো জুটের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মেনে শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের প্রথম দাবিটি পূরণের প্রথম ধাপে পৌঁছালেও অপর দাবি অর্থাৎ গৌরীপুর জুটের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা বন্টন আজও অধরা। উল্লেখ্য, গত ১৩ ফেব্রুয়ারির শ্রম দপ্তরের বৈঠকে শ্রমমন্ত্রী ইউনিয়নগুলোর কাছে ঘোষণা করেছেন ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইউনিয়নগুলো শ্রমিকের বকেয়া তালিকা ও হিসাব শ্রম দপ্তরে জমা দেবে। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে ওই টাকা যাতে দ্রুত শ্রমিকের হাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্য পিএফ, লিকুইডেটর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর আধিকারিক ও ইউনিয়নগুলোকে নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এ ব্যাপারে গৌরীপুর মজদুর বাঁচাও মঞ্চের সভাপতি বলেন, আমরা আশা রাখছি শ্রমমন্ত্রী এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করবেন ও বন্ধ কারখানার শ্রমিকের মৃত্যু মিছিল রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন।

সম্পত্তি বিক্রির টাকার ভাগ নিয়ে সংঘর্ষ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: পরিবারের সম্পত্তি বিক্রির টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাই ও আত্মীয়দের মধ্যে মারপিট, কাটারির কোপ, আহত ২, আহতরা ভর্তি হাসপাতালে । সম্পত্তি বিক্রীর টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় দুই ভাই ও আত্মীয়দের মধ্যে মারপিট হয় ঘটনায় যখম ২। কাটারির কোপ ও পাথরের ঘা এর অভিযোগ একে অপরের দিকে। এক ভাইকে মাথায় কাটারির কোপ দেয়ার অভিযোগ, ও অপর ভাইয়ের দাদু শ্বশুরকে পাথরের গায়ের মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। প্রকাশ্য রাস্তায় মারপিটের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ, আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় বিষ্ণুপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। যদিও এখনো থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। সূত্রের খবর চৌকানে বাড়ি দুই ভাইয়ের পরিবারের একটি যৌথ সম্পত্তি বিক্রি করে মোটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল। সেই টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারপিট হয় সেখানে পৌঁছায় এক ভাইয়ের দাদু শশুর পরে তিনিও জড়িয়ে পড়েন মারপিটে, ঘটনায় দুজনা আহত হয়। জানা যায় এই টাকা ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ ছিল। সেই আক্রোশে এদিন দু ভাইয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এমপিজে-র জাতীয় সম্মেলনে সামাজিক সাম্যের উপর জোর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুম্বাই

আপনজন: মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ে মুভমেন্ট অফ পিস অ্যান্ড জাস্টিস ফর ওয়েলফেয়ার (এমপিজে) এর জাতীয় কনভেনশন-২০২৪ সফলভাবে সম্পন্ন হল ১১ ফেব্রুয়ারি। এ বছর কনভেনশনের থিম ছিল ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন। এই কনভেনশনের মূল লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের কক্ষপথে সমাজের সব স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। এতে সভাপতিত্ব করেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক সেলিম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব। বিভাজনমূলক জাতীয়তাবাদের উত্থান নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ঐক্য, সংহতি ও সমগ্র জাতির উন্নয়নের জন্য সাম্য, ইনসাফ বা সুবিচার, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্বের মতো সাংবিধানিক নীতিমালা ও মূল্যবোধ বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ভারতের মতো দেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের তাৎপর্য উল্লেখ করে মানবাধিকার সংগঠন এপিসিআর-এর সেক্রেটারি ওয়াসিক নাদিম বলেন, দেশে সুযোগ ও সম্পদের বণ্টনে বৈষম্য প্রকট।জামাআতে ইসলামী হিন্দের মহারাষ্ট্রের আমীর মোহাম্মদ ইলিয়াস ফালাহী সবার জন্য সুবিচার নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র থেকে কর্পোরেট-বান্ধব রাষ্ট্রের রূপান্তর নিয়ে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। একই সঙ্গে নেতা বাছাই করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অরুণ কুমার ক্রমবর্ধমান কালো অর্থনীতির ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং বিশেষ করে কৃষি ও ব্যাঙ্কিং সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাসের জন্য সমাজে কালো অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবকে দায়ী করেন। চাকরি প্রার্থীদের উদ্বেগজনক তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি আর্থিক ক্ষেত্রে ইনসাফ পেতে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। সমাজকর্মী যোগীনি খানোলকর বলেন, সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতি মহিলাদের সমস্যা ও দুর্বলতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে এবং তাদের মর্যাদার সাথে আপস করায়। এ প্রসঙ্গে তিনি নারীদের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ও তাদের অধিকার রক্ষার্থে নীতিগতভাবে হস্তক্ষেপ এবং এই প্রক্রিয়ায় নারীদের অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানান। কৃষক নেতা বিজয় জওয়ানধিয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করে বলেন, কৃষকদের উদ্বেগকে অবমাননা ও অমর্যাদা করা হচ্ছে। কৃষির কল্যাণে কর্পোরেটদের স্বার্থকে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এও বলেন, সমাজতান্ত্রিক নীতি ফিরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, সত্যিকার ইস্যু থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার অতীব নিন্দনীয়। সমাজকর্মী প্রতিভা শিন্ডে বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাদের সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং তাদেরকে সমাজে কোণঠাসা করে রাখার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। এমপিজে মহারাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ সিরাজ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, উন্নয়ন ও অগ্রগতির অসম বণ্টন প্রকট। ক্ষুধা, স্বাস্থ্য, অপুষ্টি, বেকারত্বের মতো চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের মুখে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার্থে এমপিজে-র মিশনকে নিশ্চিত করার উপযোগী রূপরেখা তুলে ধরেন তিনি। এমপিজে-র ভাই প্রেসিডেন্ট মাহমুদ খান বৈষম্যের উদাহরণ দিয়ে বলেন, মানুষকে তাদের নিজের জুতো থেকে জল পান করতে বাধ্য করা হত। তাই তিনি সাম্য তালাশের ওপর জোর দেন এবং চরম আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। সামাজিক অসাম্য-বৈষম্যের অবসান এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উপর জোর দিয়ে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের দিকে সমষ্টিগত পদক্ষেপের জোরালো আহ্বান জানিয়ে এই কনভেনশন শেষ হয়।

পানিগোবরা দরবার শরীফে ঈসালে সওয়াব

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পানিগোবরা দরবার শরীফের ঐতিহ্যবাহী ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। রমজানের কারণে প্রায় দুমাস এগিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত ৭৫ তম ঈসালে সওয়াব মাহফিলে দু'দিনে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছে। জানা গিয়েছে পানিগোবরায় ১৩৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত আজিজীয়া হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে যথেষ্ট সমাদৃত। ঈসালে সওয়াব মাহফিলে এ বছর ওই মাদ্রাসার ৯ জন কুরআনের হাফেজকে পাগড়ী প্রদান করা হয়। দুদিন ব্যাপী বিশিষ্ট আলেমরা ধর্মীয় বক্তব্যের পাশাপাশি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি-সম্প্রীতি-ঐক্যের বার্তা দেন। মাগরিবের নামাজের পর অনুষ্ঠিত জেকেরের মজলিসে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। জেকেরের মজলিস পরিচালনা করেন পীরজাদা হাফেজ আবু বকর সিদ্দিকী।

আজিজীয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সম্পাদক পীরজাদা হাসানুজ্জামান এ দিন দেশের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, সহিংসতার উদাহরণ তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তা দেন। শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় সকলকে সর্বদা সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেন। দু'দিনে ঈসালে সওয়াব মাহফিলে আগত মেহমানদের কথা মাথায় রেখে পর্যাপ্ত পানীয় জল, বিস্কুট, কেক, খেজুর, চকলেট ইত্যাদি ড্রাই ফুড বিতরণ করে আজিজিয়া ফাউন্ডেশন, সার্বিক ব্যবস্থাপনার কথা তুলে ধরে একথা জানান পীরজাদা ফারুকুজ্জামান। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী সুজাউদ্দিন সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী সহিদুল হক প্রমুখ।

কেজি স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: দেগঙ্গা ব্লকের চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর গ্রামের লিচুতলা সফিকুল হক মেমোরিয়াল নার্সারি অ্যান্ড কেজি স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার।কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়।প্রতি শ্রেণীর প্রথম তিনজন ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত এবং সহায়তা প্রদান করা হয়। যাতে করে তারা আগামী দিনে পরীক্ষায় আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারে।বিজয়ী সকল ছাত্রছাত্রীকেই পুরস্কৃত করা হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,মিলন দেবনাথ, আইনুর জামান,আপ্তাবদ্দিন সহ আরও অনেকে।সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাদ্দাম হোসেন।মফিদুল হক সাহাজি বলেন,এই ছাত্রছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ।এরাই হয়তো একদিন দেশ গড়ার কারিগর হবে।

১০০০তম ম্যাচ, বছরের প্রথম গোল, রোনাল্ডোর নতুন উদ্‌যাপন

আপনজন ডেস্ক: সৌদি প্রো লিগে দুটো দলের বিপক্ষে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো এখনো গোল করতে পারেননি। তাঁর একটি আল ফাইহা। গতকাল এই দলের বিপক্ষেই এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর লড়াইয়ে মাঠে নেমেছিল রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসর। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এ ম্যাচেও বুঝি আল ফাইহা রোনাল্ডোকে রুখে দেবে! তবে শেষ পর্যন্ত সেটা হয়নি। রোনাল্ডো ৮১ মিনিটে গোল করেছেন, ১-০ গোলে জিতিয়েছেন আল নাসরকে। চলতি বছরে এটি রোনাল্ডোর প্রথম গোল। আর রোনাল্ডোর ক্লাব ক্যারিয়ারেও এটা ছিল ১০০০তম ম্যাচ। ২০০২ থেকে ২০২৪—প্রতিবছরেই গোল করেছেন এই পর্তুগিজ তারকা। নতুন বছরে প্রথম গোল করে নতুনভাবে উদ্‌যাপনও করেছেন পর্তুগিজ তারকা। সাধারণত বল জালে পাঠিয়ে কিছু দূর দৌড়ে গিয়ে শূন্যে লাফিয়ে শরীর মুচড়ে উল্টো করে মাটিতে নামার সময় আড়াআড়িভাবে হাত দুটি শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনেন রোনাল্ডো, যা তাঁর ট্রেডমার্ক উদ্‌যাপন। তবে গতকাল রাতের ম্যাচে গোল করে উদ্‌যাপনে কিছুটা বদল এনেছেন তিনি। এবার আর আড়াআড়িভাবে হাত দুটি শরীরের দুই পাশে নামিয়ে আনেননি। উল্টো বুকের ওপর রেখেছেন হাত। অনেকেই এটাকে শান্তির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। লিগ পয়েন্ট তালিকায় ১৪ নম্বর দল ফাইহার বিপক্ষে বেশ কয়েকটি সুযোগ মিস করেন রোনাল্ডো। তবে ৮১ মিনিটে দারুণ এক গোলে পুষিয়ে দেন। মার্সেলো ব্রোজোভিচের সঙ্গে ওয়ান টু ওয়ান খেলে ফাইহা গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়ান। ক্যারিয়ারে এটি রোনাল্ডোর ৮৭৪তম গোল। আগামী বুধবার রিয়াদে টুর্নামেন্টের ফিরতি লেগে মাঠে নামবে দুই দল। এর আগে চোট কাটিয়ে সিজন কাপের ফাইনালে মাঠে ফেরেন রোনাল্ডো। সেই ম্যাচে আল হিলালের কাছে তাঁর দল হেরেছিল ২-০ গোলে। গোল করে দলকে জিতিয়ে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন রোনাল্ডো। সেখানে তিনি লিখেছেন, ‘শেষ ষোলো শুরু হলো জয় দিয়ে। দারুণ কাজ, দল।’

রোহিতের অধিনায়কত্বে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে ভারত

আপনজন ডেস্ক: ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন রোহিত শর্মা। রাজকোটে গতকাল একটি অনুষ্ঠানে সংবাদমাধ্যমকে এ কথা বলেছেন ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেক্রেটারি জয় শাহ। ১ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। রোহিত এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বে সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারত। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সেবারের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের কাছে হারতে হয় ভারতকে। ২০২২ সালের ১০ নভেম্বর সেই হারের পর গত বছর এই সংস্করণে একটি ম্যাচও খেলেননি রোহিত। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন। তখনই অনেকে বুঝে নিয়েছিলেন, এ বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও ভারতের অধিনায়কত্ব থাকবে রোহিতের হাতেই। জয় শাহ সেটাই নিশ্চিত করলেন। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের নাম পাল্টে নিরঞ্জন শাহ স্টেডিয়াম রাখার অনুষ্ঠানে জয় শাহ বলেছেন, ‘প্রায় এক বছর পর সে (রোহিত) আফগানিস্তান সিরিজে অধিনায়কত্বে ফিরেছে। এর অর্থ

হলো সে অবশ্যই নেতৃত্ব দেবে (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে)।’ রোহিতের অধিনায়কত্বে গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরেছে ভারত। এর কয়েক দিন পর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন সূর্যকুমার যাদব। গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ভারতের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। এর পাশাপাশি আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল মুম্বাই ইন্ডিয়ানসও জানিয়েছিল, রোহিতের জায়গায় তাদের অধিনায়কত্ব করবেন হার্দিক পান্ডিয়া। গত জানুয়ারিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে এই সংস্করণে ফিরে প্রথম দুই ম্যাচে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর তৃতীয় ম্যাচে ১২১ রান করেছিলেন রোহিত। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেটা ছিল প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ৫ শতকের রেকর্ড।

ক্রিকইনফো জানিয়েছে, জয় শাহ বলেছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্ব রোহিতের হাতে থাকলেও এ সংস্করণে দীর্ঘ মেয়াদে অধিনায়ক হিসেবে হার্দিক পাণ্ডিয়াই প্রাথমিক পছন্দ। গত বছর একাধিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন এই অলরাউন্ডার। শাহ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, প্রয়োজনের খাতিরেই রোহিতকে এই সংস্করণে অধিনায়ক হিসেবে ফেরানো হয়েছে। কারণ, গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক, ‘টি-টোয়েন্টিতে নিশ্চিতভাবেই হার্দিক অধিনায়ক হবে (ভবিষ্যতে)।’ বিসিসিআইয়ের এই সেক্রেটারি বলেছেন, ‘আমরা জানি রোহিতের সামর্থ্য আছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপেই সে তা দেখিয়েছে, আমরা টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিলাম। রোহিতের অধিনায়কত্বে বার্বাডোজে ভারতের ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী।’ রোহিতের মতো বিরাট কোহলিও এক বছরের বেশি সময় পর এ বছর জানুয়ারিতে আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে টি-টোয়েন্টিতে ফেরেন। তাঁকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দেখা যাবে কি না, এ বিষয়ে জয় শাহর কাছে জানতে চেয়েছিল সংবাদমাধ্যম। তিনি বলেছেন, ‘আমরা তার ব্যাপারে দ্রুতই কথা বলব।’

সরফরাজ: জীবনে অনেক ধৈর্য ধরেছি, আরেকটু ধরলে ক্ষতি নেই

আপনজন ডেস্ক: এ দিনটার জন্য সরফরাজ খানের অপেক্ষা বেশ দীর্ঘই। বয়স ২৬, তবে টেস্ট দলে তাঁর আসা নিয়ে আলোচনা চলছে বেশ কিছুদিন ধরেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত পারফর্ম করে গেলেও সুযোগটা পাচ্ছিলেন না। অবশেষে আজ রাজকোটে ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ হলো তাঁর। শুধু তাঁর নয়, যে স্বপ্ন ছিল তাঁর বাবারও। অনিল কুম্বলের কাছ থেকে টেস্ট ক্যাপ পাওয়ার পর বাবা নওশাদ খান ও স্ত্রীর সঙ্গে সরফরাজের আবেগঘন মুহূর্তের ভিডিও এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। প্রথম দিনই ভারত ব্যাটিংয়ে নেমে দ্রুত ৩ উইকেট হারালেও সরফরাজকে ক্রিজে নামতে অপেক্ষা করতে হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে রোহিত শর্মার জুটি ব্যাটিং করেছে প্রায় ৫৫ ওভার। সে সময় নিজের মনোভাব নিয়ে সরফরাজ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘প্রায় চার ঘণ্টা প্যাড পরে বসে ছিলাম। আমি শুধু ভাবছিলাম, জীবনে

অনেক ধৈর্য ধরেছি। আরেকটু ধরলে ক্ষতি নেই।’ নামার পর প্রথম বলেই মার্ক উড তাঁকে বাউন্সার দেন। সে সময় একটু নড়বড়েই ছিলেন সরফরাজ, ‘যাওয়ার পর প্রথম কয়েক বল একটু স্নায়ুচাপে ভুগছিলাম। তবে এত কঠোর পরিশ্রম ও অনুশীলন করেছি, সবই ভালোভাবে গেছে।’ ৬৬ বলে ৬২ রানের ইনিংসের পর সরফরাজ হয়েছেন রানআউট। শতকের অপেক্ষায় থাকা রবীন্দ্র জাদেজার ডাকে সাড়া দিয়ে সিঙ্গেল নিতে গিয়েছিলেন, তবে জাদেজা আবার ফিরিয়ে দেন তাঁকে। জাদেজার সঙ্গে এ ঘটনাকে ‘ভুল-বোঝাবুঝি হতেই পারে’ বলেছেন সরফরাজ। সব মিলিয়ে অভিষেক টেস্টের প্রথম দিনের পর দারুণ খুশি তিনি, ‘মাঠে প্রথমবার এসেছি, আব্বুর সামনে ক্যাপ নিয়েছি। ছয় বছর বয়সে তিনি আমার ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। তাঁর সামনে ভারতীয় দলের হয়ে খেলা আমার স্বপ্ন ছিল। তিনি বেঁচে থাকতে ভারতের হয়ে খেলা স্বপ্ন ছিল। ভারতের হয়ে খেলা আমার আব্বুরও স্বপ্ন ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি পারেননি কিছু কারণে। বাসা থেকেও তখন তেমন সহায়তা ছিল না। এরপর তিনি আমাকে নিয়ে অনেক খেটেছেন, এখন আমার ভাইকে নিয়ে খাটছেন। আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত।’ সরফরাজের প্রশংসা করেছেন ইংল্যান্ডের সহকারী কোচ পল কলিংউডও, ‘বেন (স্টোকস) আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং সাজিয়েছিল, যাতে সুযোগ তৈরি করা যায়। তাকে কৃতিত্ব দিতে হবে, সে ওপর দিয়ে মারার সাহস দেখিয়েছে। সুইপ সত্যিই ভালো খেলেছে, বোলারদের চাপে ফেলেছে। অভিষেকে এভাবে খেলতে অনেক সাহসের দরকার।’

নাসিরের সঙ্গে অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে ১৭ বছর ৬ মাস নিষিদ্ধ করল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: দুর্নীতির দায়ে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ক্লাব ক্রিকেটার রিজওয়ান জাভেদকে ১৭ বছর ৬ মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে আইসিসি। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী পাঁচটি ধারা ভেঙেছেন তিনি। ২০২১ সালের আবুধাবি টি-টেন লিগে দুর্নীতির চেষ্টার কারণে বাংলাদেশের নাসির হোসেনসহ আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছিল আইসিসি। সেখানে ছিল জাভেদেরও নাম। সে অভিযোগের ভিত্তিতে গত মাসে দুই বছরের

জন্য সব ধরনের ক্রিকেট থেকে নিষিদ্ধ করা হয় বাংলাদেশ অলরাউন্ডার নাসিরকে। এবার জাভেদকে শাস্তি দেওয়া হলো। গত সেপ্টেম্বরে অভিযোগ গঠনের পর ১৪ দিনের মধ্যে এর জবাব দিতে বলা হয়েছিল। তবে জাভেদ জবাব দেননি। ফলে যেসব অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ গঠন করা হয়েছিল, সেগুলো তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন বলে ধরে নেওয়ার পর জাভেদকে শাস্তি দিয়েছেন আইসিসির কোড অব কন্ডাক্ট কমিটির প্রধান মাইকেল যে বেলোফ। গত সেপ্টেম্বরে অভিযোগ গঠন করার সময় ক্রিকেট থেকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল জাভেদকে। তাঁর দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞা শুরু ২০২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। জাভেদের শাস্তির ব্যাপারে আইসিসির নৈতিকতাবিষয়ক বিভাগের মহাব্যবস্থাপক অ্যালেক্স মার্শাল বলেছেন, ‘পেশাদার ক্রিকেট ম্যাচে বারবার এবং বড় আকারে দুর্নীতি করার চেষ্টার কারণে রিজওয়ান জাভেদকে দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

লাল কার্ড দেখার পর বর্ণবাদের শিকার বায়ার্নের উপামেকানো

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের ৬৯ বছরের ইতিহাসে ভালোবাসা দিবসে মাত্র ৩ জন খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখেছেন। ২০০১ সালে এসি মিলানের রকি জুনিয়র, গত বছর বায়ার্ন মিউনিখের বেঞ্জামিন পাভার এবং গত রাতে জার্মান ক্লাবটিরই দায়োত উপামেকানো। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উপামেকানো বর্ণবাদের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছে বায়ার্ন। ২৩ বছর আগের ১৪ ফেব্রুয়ারি রকি জুনিয়র লাল কার্ড দেখলেও পিএসজির সঙ্গে ড্র করেছিল তাঁর দল এসি মিলান। এক বছর আগে পিএসজির বিপক্ষেই যোগ করা সময়ে পাভারের লাল কার্ড ম্যাচের ফলে একদমই প্রভাব ফেলেনি। তার আগেই কিংসলে কোমান গোল করায় জিতেছিল বায়ার্ন। কিন্তু গত রাতে লাৎসিওর গুস্তাভ ইসাকসেনকে বাজেভাবে ট্যাকল করে উপামেকানো শুধু নিজেরই ক্ষতি করেননি, দলেরও সর্বনাশ ডেকে আনেন। রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শেষ ষোলোর প্রথম লেগের ম্যাচের ৬৭ মিনিটে নিজেদের বক্সে ইসাকসেনকে ফাউল করায় উপামেকানোকে সরাসরি লাল কার্ড দেখান ফরাসি রেফারি ফ্রাঁসোয়া লেতেজিয়ে। মানুয়েল নয়ার-হ্যারি কেইনরা এর প্রতিবাদ জানালেও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন রেফারি। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে লাৎসিওকে জয় এনে দেন চিরো ইম্মোবিলে। একে তো ১২ মৌসুম পর জার্মান বুন্দেসলিগার শিরোপা হারানোর পথে বায়ার্ন, তার ওপর গত রাতের হার বাভারিয়ানদের শেষ ষোলো থেকে বিদায়ের শঙ্কায় ফেলে দিয়েছে। হারের জন্য স্বাভাবিকভাবেই বায়ার্ন-সমর্থকেরা ২৫ বছর বয়সী ফরাসি সেন্টার-ব্যাক উপামেকানোকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তবে তাঁকে ‘খলনায়ক’ বানাতে গিয়ে কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বর্ণবাদী মন্তব্য করেছেন। এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বায়ার্ন নিজেদের এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছে, ‘এফসি বায়ার্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দায়োত উপামেকানোর প্রতি বর্ণবাদী মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। যারা এ ধরনের ঘৃণ্য মন্তব্য করে, তারা আমাদের ক্লাবের সমর্থক হতে পারে না। উপা, আমরা তোমার সঙ্গেই আছি।’

সরফরাজের হাতে দেশের হয়ে অভিষেকের টুপি, বাবার চোখে জল

আপনজন ডেস্ক: ক্রিকেট শুধু খেলা নয়। এই কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন, হয়তো তাঁদের জন্যই আজকের সকাল। হয়তো তাঁদের জন্যই রাজকোট টেস্ট শুরুর আগের কয়েক ঘণ্টা। ছেলে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেকের টুপি নিচ্ছেন, পাশে কাঁদছেন বাবা। অভিষিক্ত সেই ক্রিকেটারের স্ত্রীর চোখও জলে টলমল। বাবা শার্টে মুখ গুঁজে কান্না লুকানোর চেষ্টা করলেন। নিষ্ফল প্রয়াস! আবেগের স্রোত যে বাধ মানছিল না। ছেলের হাতে ভারতের হয়ে টেস্ট অভিষেকের টুপিটা দেখার পর বাবাও আর আবেগ সংবরণের চেষ্টা করেননি। ছেলের আগেই নিজে গিয়ে অভিষেকের টুপিতে চুমু খেলেন। অথচ লোকের কথা হলো, ক্রিকেট শুধুই একটা খেলা! রাজকোট টেস্টে ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষিক্ত সরফরাজ খানকে ঘিরে আজ এমন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। সরফরাজের লড়াইয়ের কথা কে না জানে! কে না জানে, দিনের পর দিন ঘরোয়ায় পারফর্ম করার পরও শুধু অপেক্ষায় সান্ত্বনা পেতে হয়েছে এই ব্যাটসম্যানকে। সরফরাজের বাবা নওশাদ খানের লড়াইয়ের কথাও অনেকেই জানেন। শুধু বাবা-ছেলে নন, সরফরাজের পুরো পরিবারেরই তো আজ অপেক্ষার অবসান হলো!

নওশাদ খানের লড়াইয়ের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে ভারতের সংবাদকর্মী ভরত সুন্দারেসানের ‘এক্স’ পোস্টে। মাঠে বাবা-ছেলের এমন আবেগঘন দৃশ্য দেখে তিনি লিখেছেন, ‘আপনি যদি ২০১০ সাল থেকে মুম্বাইয়ের ক্রিকেট কাভার করে থাকেন, আপনি নিশ্চিতভাবেই নওশাদ খানের আতিথেয়তার সঙ্গে পরিচিত। সরফরাজ খানের ভারতের হয়ে খেলা নিশ্চিত করতে যে পরিমাণ ত্যাগ তিনি ও তাঁর পরিবার করেছে, সে গল্প শুনেছেন। এই টেস্ট অভিষেক ছেলে ও তাঁর ত্যাগী পিতার।’ দলে যখন সরফরাজ ডাক পাচ্ছিলেন না, তখন সব সময়ই প্রতিবাদ করেছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। সরফরাজ এবার ডাক পাওয়ার পর এক্স-এ লিখেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটের উইকেটে অগণিত ঘণ্টা পার করা থেকে জাতীয় দলে ডাক পাওয়া, সরফরাজ ও তার পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ভারত দলে প্রথমবার ডাক পাওয়ায় তোমাকে অভিনন্দন।’ সরফরাজের বাবা নওশাদের সোয়েটারের পেছনের লেখাতেও তাঁর লড়াইয়ের সারমর্ম খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে যা লেখা, তার বাংলা অর্থ—ক্রিকেট শুধু ভদ্রলোকের খেলা নয়, সবার খেলা। মোটাদাগে ‘জেন্টলম্যান’ কথাটা কেটে দেওয়া। ঘরোয়া ক্রিকেটে একবার শতক করে নির্বাচকদের প্রতি আক্রমণাত্মক অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন সরফরাজ। সেটি পারফর্ম করার পরও দলে ডাক না পাওয়ার জন্য। কে জানে, হয়তো সেই ঘটনার জন্যই ওই কথাটা কি না!

তবে সরফরাজ ভারতের জাতীয় দলে কেন ডাক পান না, তা নিয়ে অনেক দিন ধরেই সরব ছিলেন সাবেক ক্রিকেটাররা। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে সরফরাজ জাতীয় দলে ডাক না পাওয়ার পর ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষক আকাশ চোপড়া নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘সরফরাজের নামটা টেস্ট দলে নেই। সে ভাবতেই পারে, তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। তার দলে থাকা উচিত ছিল।’ সরফরাজের ফিটনেস নিয়েও কথা উঠেছিল। জবাব দিয়েছিলেন ভারতেরই কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার। গত বছর জানুয়ারিতে বলেছিলেন, ‘তোমরা যদি ছিপছিপে খেলোয়াড়দের (দলে) নিতে চাও, তাহলে ফ্যাশন শোতে যাও।’ ২০০৯ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ভারতের হ্যারিস শিল্ড আন্তস্কুল টুর্নামেন্টে ৪৩৯ রানের ইনিংস খেলে আলোচনায় আসেন সরফরাজ। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ২০১৯ সাল থেকে অবিশ্বাস্য পারফর্মও করছেন। ২০১৯-২০ ও ২০২১-২০২২ টানা দুই মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে তিনি করেছেন ৯০০-এর বেশি রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬৬ ইনিংসে তাঁর গড় ৬৯.৮৫, যা ক্রিকেটের ইতিহাসেই চতুর্থ সর্বোচ্চ। সর্বোচ্চ গড় ৯৫.১৪ স্যার ডন ব্রাডম্যানের। ২০২০ সালের পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সরফরাজ ২০০০-এর বেশি রান করেছেন, গড় ৮২.৪৬। এ সময়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এমন গড়ে এত রান বিশ্বের আর কোনো ক্রিকেটার করতে পারেননি। সরফরাজ তাই সেই ২০২০ সাল থেকেই জাতীয় দলে ডাক পাওয়া প্রহর গুনছিলেন। এমনকি গত বছরের জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে তাঁর আগে বিবেচিত হয়েছেন টি-টোয়েন্টি সেনসেশন সূর্যকুমার যাদব। সরফরাজের অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে। কিন্তু তাঁর বাবা নওশাদ খানের শেষ হয়নি। ক্রিকেটার ছেলে যে আছেন আরও একজন। বাবা নিশ্চয়ই একটি ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন না! আর সেই ছেলেও যদি হয় পারফর্মার, তাহলে তো কথাই নেই। সম্প্রতি শেষ হওয়া অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন মুশির খান। ৭ ম্যাচে তিনি ৬০ গড়ে রান করেছেন ৩৬০, যা টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এখন তিনি কবে জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন, নওশাদের সেই অপেক্ষার পালাও শুরু হলো! রাজকোট টেস্টের প্রথম দিনে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩ উইকেটে ৯৩ রান তুলে প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে ভারত।

বেনজেমাকে দল থেকেই বাদ দিল আল ইত্তিহাদ

আপনজন ডেস্ক: করিম বেনজেমার সঙ্গে আল ইত্তিহাদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ২ মাস হলো। সর্বশেষ গত ২৬ ডিসেম্বর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর আল নাসরের বিপক্ষে খেলেছেন বেনজেমা। ওই ম্যাচে আল ইত্তিহাদ ৫-২ ব্যবধানে বিধ্বস্ত হওয়ার পর তিনি সেই যে ‘উধাও’ হয়েছিলেন, দুবাইয়ে দলের অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দেন নির্ধারিত সময়ের ১৭ দিন পর। বেনজেমার এমন আচরণে সৌদি ক্লাবটির কর্তৃপক্ষ বেশ ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে কোচ মার্সেলো গালার্দোর সঙ্গে ফরাসি স্ট্রাইকারের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ক্লাবটি এ বছর এখন পর্যন্ত দুটি ম্যাচ খেললেও বেনজেমা এখনো মাঠে নামেননি। এবার তাঁকে স্কোয়াড থেকেই বাদ দিল আল ইত্তিহাদ। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো পর্বের প্রথম লেগে আজ উজবেকিস্তানের ক্লাব নাভবাহোরের মুখোমুখি হবে ইত্তিহাদ। সেই ম্যাচের দলে কোচ গালার্দো বেনজেমাকে রাখেননি বলে সূত্রের বরাত দিয়ে নিশ্চিত করেছে ইএসপিএন। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, বেনজেমাকে ফিট মনে করেননি বলেই তাঁকে এই ম্যাচের জন্য বিবেচনা করেননি গালার্দো; যদিও ৩৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড নিজেকে ফিট ও মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত বলে দাবি করেছেন। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের নিয়ম অনুযায়ী, একটি ক্লাব সর্বোচ্চ ৫ জন বিদেশিকে দলে রাখতে পারে। নাভবাহোর ম্যাচের জন্য গালার্দো ৫ বিদেশি হিসেবে এনগোলো কান্তে, ফাবিনিও, আহমেদ হেজাগি, রোমারিনিও এবং আবদেররাজাক হামদাল্লাহকে বেছে নিয়েছেন। বেনজেমাকে ছাড়াই এ বছর দুটি ম্যাচ খেলেছে ইত্তিহাদ।

কলকাতা পুলিশের ভাঙড় ডিভিশনে ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবল

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: কলকাতা পুলিশের নব গঠিত ভাঙড় ডিভিশনে ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হল। ভাঙড় মহাবিদ্যালয় মাঠে উদ্বোধন হয় এই টুর্নামেন্টের। ১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় ফ্রেন্ডশিপ টাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। কলকাতা পুলিশ আয়োজন করে এই টুর্নামেন্টের। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবি, কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল শুভঙ্কর সিনহা সরকার প্রমুখ।